শতদল

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

[মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার
নোয়াখালী।

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৩

মুদ্রাকর—শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
মিল-প্রেস, নোয়াখালী।

"যে মোরে দিয়েছে কথা যে মোরে দিয়েছে সুর,
যে মোরে দিয়েছে আলো
যে মোরে বেসেছে ভাল
যাঁহার স্মরণে চিত্ত হইল মধুর ;
দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা বরি ;
তাঁহারি উদ্দেশে সঁপি তাঁরি কথা সুর।"

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

নিবেদন

বইখানির সনেট্ আদি শ'খানেক বিশিষ্ট কবিতাকে স্মরণ করেই এর নাম শতদল। এর বেশী ব্যাখ্যা আমি আর নাইবা করলেম। সহৃদয় পাঠক সমাজের অন্তরে এর পাপড়িগুলি বিকশিত হলেই এর ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমার ভরসা এবং তাতেই এই শতদল প্রকাশের দীনতম চেষ্টা সফল হবে বলে আমি আশা কর্‌তে পারি।

ইহার প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে আমার সামান্য কৈফিয়ৎ আছে। ছবিখানি আমার স্বহস্ত-অঙ্কিত। আমি কোন শিক্ষায়তনের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী নহি। মাঝে মাঝে ঘরে বসে খাতার পাতায় আঁচড় কাটা বা শাদা কাগজ নষ্ট করার সখ আমার আছে। শিল্পী-বিচারে এর দোষ-ত্রুটি কি আছে না আছে তাহা আমি জানি না। যাহাই থাকুক না কেন এ প্রচ্ছদ পটে শিল্পী হিসাবে আমার কোন ধৃষ্টতা প্রকাশের স্থান নাই; অথচ আমি ইহা এঁকেছি বলে আমার যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে তাহা এখানে নিবেদন না করেও পারলেম না।

বইখানি মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারে শ্রদ্ধাভাজন তালুক-দার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবিহারী মজুমদার মহাশয় নিঃস্বার্থ সাহায্যে ও আন্তরিক উৎসাহ দানে আমাকে যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁর

এই সৌজন্য ও অকৃত্রিম বদান্যতা স্মরণ করে তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ ছাড়া যে সকল সহৃদয় বন্ধুবান্ধবের শুভ কামনা আমাকে উৎসাহ দান করেছে তাঁদের প্রতি আমার নমস্কার রইল। ইতি—

১৬ই বৈশাখ, ১৩৪৩ সন
নোয়াখালী।

বিনীত—
শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

শতদল

১

আমার যত আশা তুমি তোমার পানে নাও
ওগো তোমার পানে নাও।
না পাওয়া ধন যা হোক রতন
তারি লাগি শূন্য যতন
পাওয়ার মাঝে কঠিন বাঁধন, নিঠুর বেদন তাও।
চারি দিকে আশার মায়া
নিত্য দেখায় রঙিন ছায়া
লুব্ধ পথে বেড়ায় ঘুরে বেয়ে দুখের নাও।
সকল চাওয়ার অন্তরালে
তোমার প্রেমের মোহন মালে
নিবিড় করে জড়িয়ে মোরে আপনি দেখা দাও।
যত আমার সুখের খোঁজা
ততই বাড়ে দুখের বোঝা
তোমার পানে দৃষ্টি সোজা আমার করে দাও।

১লা ফাল্গুন ১৩৪২

২

রূপের মাঝে অরূপ তুমি অসীম স্বরূপ তব,
তোমার হাসি-প্রকাশ মাঝে তুমিই অভিনব
দেহের মাঝে জড়িয়ে জাগ ব্যক্ত প্রাণময়
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা গাইছে তব জয়।

এই যে তব মূর্ত্তি হেরি এই যে দেহখানি
একেই শুধু সত্য যেন অন্তরে না মানি,
বুদ্ধিহীনের দুই আঁখিতে বুলাও রসাঞ্জন
বুঝাও ওগো তোমার লীলা জাগাও প্রাণমন।

সম্মুখ পানে দাঁড়াও প্রিয় এস প্রাণের কূলে
সীমার ঘেরে অসীম তোমা যাই না যেন ভুলে'
শিরখানি মোর রাখ তব চরণ তলে নত
চিত্তে রহ হে প্রিয় মোর দৃঢ় সমুন্নত।

তোমার আমার মিলন মধু এম্নি জনম ভরি
মুগ্ধ চিতে দিন রজনী যেন গো পান করি।

১৩ই ফাল্গুন ১৩৪২

৩

অন্ধকারে প্রদীপ হাতে খুঁজছি জ্যোতির্ম্ময়
বাদল বায়ে নিববে বলে তারও হাজার ভয়।
কখন চলি আড়াল করি কখন রাখি উচু
যতই চলি সমুখ পানে আঁধার ঘিরে পিছু।

এম্নি করে জীবন ভরি দীপশিখাটি ধরি
ব্যর্থ খোঁজায় অহঙ্কারে ব্যর্থ ঘুরে মরি
আপনি যখন প্রকাশ হবে উঠবে ভোরের বেলা
দিগ্‌বিদিকে তোমার জ্যোতির মিলবে মহামেলা।

লুকাবে ভয় অন্ধকারের মিথ্যা মায়া সহ
তোমার জ্যোতির প্রকাশ মাঝে তুমি উজল রহ।
দিব্য আলো দীপ্তিভরা বিশ্বচরাচরে
আঁধার করা সীমার রেখা মুহূর্ত্তেকে হরে।

চাইনা আমার ক্ষুদ্র প্রদীপ আলোর অহঙ্কার
চিত্তে জাগো আলোর রাজা ঘুচাও অন্ধকার।

৭ই ফাল্গুন ১৩৪২

৪

কেমন বেশে আসবে তুমি কোন পথে মোর দ্বারে
কি সুর তুমি বাঁধবে আমার চিত্তবীণার তারে।
কি দীপ জ্বালি পুলক ঢালি হাসবে অবিরত
কোন্ আলোকে আসবে তুমি তিমির ভেদি যত।
সে কোন্ নব মোহন রসে রসিক রূপে তুমি
করবে আকুল চিত্ত ব্যাকুল নিত্য হিয়া চুমি।
আমি কি তার কিছুই জানি তোমার অভিনব
আমার মাঝে কি ভাব রসে করবে বিলাস তব।

এইত জানি আমার মাঝে ইচ্ছা তোমার যত
ফুটবে নব ছন্দে ভাবে কর্ম্মে অবিরত।
ভরসা শুধু আসবে ওগো বসবে আমায় জুড়ে
তাই যে এত করছ শোধন মলিন মর্ম্ম পুড়ে।
সাধ করে মোর আপনি রচা রূপের সীমা পথে
হয়ত তুমি আসতে পার আমার গড়া রথে।
হয়ত তুমি তাহার মাঝে শান্ত করি মোরে
বাঁধতে পার তোমায় আমায় মধুর প্রেম ডোরে।
মন মানে না এতেই শুধু, পূর্ণ স্বরূপ তব—
চায় যে পেতে—তোমার গড়া তোমায় অভিনব।
কান্তিমোহন অচিন্ত্যরূপ বাক্যহারা ভাব
অজানা কোন্ জ্যোতির মাঝে তোমার সে প্রভাব—।
তুমিই জান তোমার স্বরূপ তুমিই জান সব
আমরা শুধু মোদের সীমায় তুলি উচ্চরব।
তোমার পথে তুমি এসো নিখুঁত রূপ সাজে
তৃপ্ত কর চিত্ত এ মোর দাঁড়িয়ে জীবন মাঝে।

২রা চৈত্র ১৩৪২

৫

ওগো আমার বাঁধনহারা কতই তুমি বাঁধ
নিত্য তোমার প্রাণের সুর বিশ্ববীণায় সাধ
কখন তোমায় বাঁধতে গেলে বাঁধতে নাহি পারি
সার শুধু হয় শিকড়ছেঁড়া ঢালা নয়নবারি।

কখন যদি আপনি তুমি বাড়াও আপন কর
মুহূর্ত্তেকে যাই যে ভুলি আমার আপন পর
বলছ কেবল "ওরে পাগল শিকল ত্যজি আয়
মুক্ত হাতে মুক্ত আশায় দাঁড়া মুক্তি ছায়।"

ছাড়ার মাঝে বাঁধন তব কতই সুমধুর
জানলে তোমা শেষ হয়ে যায় সকল দূরাদূর।
সবার মাঝে সকল কাজে নানান সাজে সাজি
সকল সময় জড়িয়ে থাক সবার মাঝে রাজি।

জড়িয়ে থাকার মাঝে কিছুই জড়াতে নাহি পারে
বাঁধন মাঝে মুক্ত রাখ এম্নি আপনারে

১০ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬

রইলে তুমি সবার মাঝে সবার মত নও
সবাই তোমা চিন্‌তে নারে বক্ষে সবায় লও।
হাত বাড়িয়ে সুদূর পানে ডাকছি বারে বার
বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকি হাসছ অনিবার।

বলছ মোরে "এইত ওরে এইত প্রিয় তোর
আর কেনরে বাহির খুঁজে ঢালবি আঁখি লোর
আয়না ঘরে এবার হেথা আমার কাছে ফিরে
ঘর ছাড়া তুই নম্রশিরে আয়রে ঘরে ধীরে।

ঘর মায়াতে আপন বলি অহঙ্কারে শত
আঘাত দিয়ে আঘাত পেলি এতদিন যে কত।
পাইনি কো তোর গৃহের মাঝে এতটুকুন ঠাঁই
আমি রে তোর ত্যক্ত ঘরে নিত্য তোরে চাই।

তুই গিয়েছিস বাহির পানে আজকে খালি ঘরে
খুঁজছি তোরে পরাণ মাঝে রাখ্‌তে আপন ক'রে।"

১৫ই ফাল্গুন ১৩৪২

৭

পান্থশালে তোমার আমার মধুর আলাপন
শ্রান্তি কেটে চলব ছেড়ে নাইক সুদিন ক্ষণ।
এ ঘর সে ঘর ওঘর করি যাত্রা পথে পথে
তোমার আমার সঙ্গে দেখা হবে নানান মতে।

তোমায় আমায় প্রেমের বাঁধন তোমার সাথে মায়া
সরাইখানা রইবে পড়ে নিয়ে কঠিন কায়া।
তুমি আমার পথের সাথী বন্ধু ওগো প্রিয়
অচিন পথে হাত ধরে মোর পথ দেখিয়ে দিও।

হাজার জনার মধ্যে যেন তোমার আমার মুখ
ভুল করি না—চিত্তে জাগে নিত্য চলার সুখ।

১৬ই ফাল্গুন ১৩৪২

৮

সঙ্গীতে তুমি সুরের লহর ভঙ্গীতে ভাবময়
স্তব্ধ যতির মৌন ভজনে তোমারি সাধনা হয়।
আঁধারে আলোকে জীবনে মরণে চরাচর ব্যাপী রূপ
কত সুধীজন বিস্ময়ে হেরে অনন্ত অপরূপ।

কেহ করি পূজা মাগে কৃপাকণা চরণ বরণ করি
মন্দিরে কেহ ধূপ দীপ জ্বালে অর্ঘ্য সমুখে ধরি।
কারো কাছে তুমি পিতা প্রিয়জন কাহারও নিকটে মাতা
কখনো বা তুমি পিতামহ সাজ পরম প্রভু বা ধাতা।

কাহারো মাঝারে আপনারে তুমি আপনি বিকাশি রহ
দুয়ের বিভেদ ঘুচাইয়া চির অমৃতের বাণী বহ।
তুমি অবিনাশী ধ্বংসের রাজা সৃষ্টির মহাবীজ
ধূর্জ্জটি ভালে বহ্নি কখনো কখনো বা মনসিজ।

সকলের মাঝে দু'আঁখি ভরিয়া তোমারে দেখিব কবে,
কল্পনা নহে মিছে ভাব—পরশনে অনুভবে।

১৭ই ফাল্গুন ১৩৪২

৯

রূপে রূপে তুমি রূপময় ভাবময় তুমি ভুবনে
সকল জানারে বিকশিত করি রয়েছ বাহিরে মনে
চরাচরে বৃথা খুঁজিয়া বেড়াই
কি আছে কোথায় তুমি যথা নাই !
সকল ব্যাপিয়া অপরূপ তুমি জাগিতেছ ক্ষণে ক্ষণে।

নাই নাই বলি শূন্য যাহারে,
রয়েছ গোপনে তাহারও মাঝারে
কালাকালে তুমি শয়নে স্বপনে বলিতেছ জনে জনে,
"খোলরে নয়ন দেখরে আলোক
পরিহরি মিছে মায়াময় শোক
দূরাদূরে আর তবরূপে ঘরে রয়েছি সবার সনে।"

দিব্য নয়নে প্রিয় দরশন
হয় যেন মোর সদা অকারণ
জাগ্রত কর মুগ্ধ কর হে আপনি জাগিয়া মনে।

২১শে ফাল্গুন ১৩৪২

১০

লোক বিচারে হাজার মলিন হোকনা ভারি বোঝা
তোমার দিকে হয় যেন মোর বুদ্ধি সহজ সোজা
ওদের বিচার ওদের কথা ওদের যত হাসি
ওদের যত বিরাগ মন ভাল যে বাসাবাসি।

সবার মাঝে তোমার পরশ রয় কি তত বেশী ?
স্বার্থে সেথা নিত্য বিচার মিথ্যা মেশামেশি
দূর আকাশে মেঘের ঘটা তুফান চারি দিকে
ভরসা শুধু তোমার মত শক্ত মাঝিটিকে।

আসুক ঢেউ টলুক তরী গাইতে সুখে গান
তোমার সাথে দুর্য্যোগেতে দাও সে অভয় প্রাণ।
সমুখ পানে হেরলে তব কান্তি মনোহর
ভয় কি থাকে যাক্‌না ডুবে বিশ্বচরাচর।

কোন ঘাটে মোর ভিড়বে তরী কোথায় আমার শেষ,
তোমার পানে যাক্‌না ভেসে সকল চিন্তা লেশ
কাণ্ডারী মোর ওগো প্রিয় প্রেমিক বিশ্ব-নেয়ে
পার কর মোর সকল বোঝা তোমার তরী বেয়ে।

৬ই ফাল্গুন ১৩৪২

১১

সুদূর গাঁয়ের শ্যামল কোলে আলোর শতদল
উঠল ফুটি আজ প্রভাতে উজল নিরমল।
বিশ্বজোড়া সোনার পাপড়ী ছড়িয়ে গেল কত
জাগরণীর কণ্ঠ বাজে বিশ্বে শত শত।

তিমির বাঁধন টুটল আজি তন্দ্রা গেল ছুটি
আলোর মত ফুলের কলি উঠল সকল ফুটি
শিশির ভেজা ঘাসের বনে আলোর মহারাণী
মুক্তামালা গাঁথেন পেতে শুভ্র আঁচলখানি।

অন্ধকারের অন্তরালে পরশ গেল তার
অরুণরাগে খুলল তোরণ সকল চেতনার
সকল হাসি সকল বিলাস সকল মধুরিমা
মুখ তুলে অই উর্দ্ধপানে লুটল অরুণিমা।

নীল আকাশে শাদা মেঘের লাগছে কোলাকুলি
আদরিণী ফুলবালা মোর চাইছে নয়ন খুলি।

২৬শে ফাল্গুন ১৩৪২

১২

এত ক'রে তবু তোমায় জানতে পেলাম কই
যতই জানি ততই শুধু বুদ্ধিহারা হই।
দেখার তরে পরাণ মাঝে জাগলে ব্যাকুলতা
বুদ্ধিবিচার হার মেনে যায় কণ্ঠ হারায় কথা।

জানার মাঝে অজানারে কেবল খুঁজে পাই,
এই যে পাওয়া ক্ষণিক পরে তাহাও দেখি নাই।
আমার সীমা তোমার মাঝে আপনহারা হয়ে
কখন যাবে আপনি মিশে বক্ষে তোমা লয়ে।

ক্ষুদ্র যত অহমিকার ক্ষুদ্র আবেষ্টনী
ভাঙবে জানি বাঁধতে তোমার অসীম পরশমণি।
সেদিন কবে আসবে ওগো আলোর মহোৎসবে
চিত্তভরা নিত্য গীতি পুলক মধুর রবে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্য মিছে সকল ভাল মন্দ
আমার যত বিচার বোঝা আমার যত দ্বন্দ্ব
সংসারেরই আবর্ত্তনে জন্ম জন্ম ধরি
দুঃখ মলিন জটিল জাল চিত্ত নিল হরি।

সকল বাঁধন সকল বেদন মিথ্যা আঁধার কবে
টুটবে তোমার পরশ প্রেমে চিত্ত উদার হবে।

১লা চৈত্র ১৩৪২

১৩

কালের হিয়া জুড়িয়া তুমি সকল ক্ষণে ক্ষণে
আকাশ আলো পরশমাখা বিশ্বে নিরজনে
ফুলের পরাগ অঙ্গ ভেদি ছড়িয়ে পড় কত
অন্তহীন এই আলোর প্রদীপ লক্ষ শত শত।

কতই প্রেমে কতই গানে তুলির টানে টানে
দিগ্‌বিদিকে রাখলে ভরি সকল খানে খানে।
যেদিক পানে ফিরাই আঁখি যেদিক্ পানে চাহি
তোমায় দেখি গভীর প্রেমে উঠছ অবগাহি।

তোমার লীলা তোমার কেলী তোমার কাঁদা হাসা
প্রাণের মাঝে বিলায় নিতি তোমার ভালবাসা।
পাগল কর মাতাল কর ব্যাকুল কর মোরে
বাঁধন দাও প্রেমের গুরু মোহন প্রেম ডোরে।

সমুখ পানে বিজন ক্ষণে কিরূপ মনোহারী
চলার পথে দিয়েছ দেখা রয়েছে মনে তারি
ভঙ্গীখানি, ভাবের সাথে বিলিয়ে দেয়া প্রাণ
অনঙ্গেরি রঙ্গালয়ে শুনেছি কত গান।

মধুর থেকে মধুরতর প্রেমের মধু মন
তাহার চেয়ে অপার মধু প্রেমের নিবেদন।
রূপের মাঝে অরূপের যে বাজছে বাঁশীখানি
সে সুর মোরে শুনাও গুণী সে গান দাও আনি।

২৫শে ভাদ্র ১৩৪২

১৪

তোমার আমার সাথে বঁধু নহে বারেক দেখা
শত জনম সঙ্গী ছিলে চলতে পথে একা
জন্ম জন্ম রইবে তুমি এম্নি শ্যামল পথে
আমার মাঝে তোমার পরশ লাগবে নানা মতে।

হিমের রাতে শীতল বায়ে অঙ্গ শিহরণ
বৈশাখীবিষরৌদ্রতাপে প্রখর জ্বালাতন।
দখিণ বায়ে ফাগুন রাতে চাঁদের কিরণসুধা
তৃষ্ণাকাতর রুক্ষ শীতের হরে ব্যাকুল ক্ষুধা।

বর্ষাব্যাকুল বাদল ধারা শ্যামল করি বন
দিগ্‌বিদিকে হর্ষে আনে ফুলের আয়োজন
এম্নি করে সুখের দুখের নিত্য দোলায় দুলি
হাসির মাঝে অশ্রুবেদন উঠছে ফুলি ফুলি।

এত হাসি এত কান্না চলছে জগৎ সাথে,
আমার দিনও ভুললে তোমা তেম্নি দিনে রাতে
চলার সাথে চলেই শুধু — হারায় পথের দিশা,
আসা যাওয়ার পথে তাহে আসা যাওয়ার তৃষা।

সকল পথে সকল মতে মিথ্যা ওঠা পড়া
সত্য হয়ে রইলে তুমি নিত্য নিখুঁত গড়া।

৩রা চৈত্র ১৩৪২

১৮

যে আমারে বাসল ভাল
সে যে তোমার দান।
জ্বালল প্রেমে প্রাণের আলো
গাইল তোমার গান।

তাহার মাঝে তোমার পরশ
নিত্য বিলায় চিত্তে হরষ,
মধুর করে জীবনমরু
আকুল করে প্রাণ।

তোমার সাথে অহর্নিশি,
এম্নি প্রভু মেশামেশি
তোমার বাণী শুনি আমি
পাতি বধির কান।

তোমার এ দান জীবন ভরি
হৃদয়ে মোর নিলাম বরি,
কিছুই আমার হয়নি দেওয়া
দিয়েছ যশ মান।
যে আমারে বাসল ভাল
সে যে তোমার দান।

২রা মাঘ ১৩৪২

খ

১৬

এই আশা মোর মনে।
তোমার সনে হবে দেখা নিত্য নিরজনে।
সকল কোলাহলের মাঝে তোমার বাঁশীখানি
বাজবে আমার মনের বনে শুনব তোমার বাণী ;
রইবে ঘিরে সকল কাজে আমার এ জীবনে,
এই আশা মোর মনে।

আঁধার যদি ঘনিয়ে আসে হারাই পথের দিশা,
তোমার যেন পরশ প্রিয় মিটায় সকল তৃষা,
আমার জীবনধারার সাথে তোমার প্রাণের ঢেউ,
দোল দিবে মোর সকল ভাবে জানবে না আর কেউ ;
আমায় তোমায় মিলন হবে মধুর পরশনে
এই আশা মোর মনে।

১৬ই আষাঢ় ১৩৪২

১৭

এখনো বুঝি মোর হয়নি পূজা সারা
নীরবে ঝরে শুধু অশ্রু শতধারা
চমকি ক্ষণে ক্ষণে থমকি আনমনে
কিরণ কণা পেয়ে আবার হই হারা।

কাঁটার ফুলবনে যেন গো বসি বসি
সুবাসে কুঁড়ি বুকে নাচিছ উল্লসি
একদা দেখেছি সে মাধুরী নহে মিছে
চকিতে মনে মোর যে দিন গেছ পশি।

সে হতে অর্চ্চনা চলিছে নিরজনে
বেদনা স'য়ে স'য়ে কাঁটার ঘন বনে
হতাশে কভু সরি যাইতে ছল করি
পলকে দাও আনি কি যেন আশা মনে।

কখন তোমা ওগো নয়ন আগে আগে
দেখিব এ জীবনে প্রেমের রসরাগে।—
মধুর পরশনে আবেগে সযতনে
রাখিবে মোরে প্রিয় হৃদয়ে অনুরাগে।

৭ই পৌষ ১৩৪২

১৮

হাজার জনায় ভিড় করিল
তোমার কাছে অর্ঘ্য লয়ে,
ভিড় ঠেলে আজ যাই কেমনে
সবার হেলা রই যে সয়ে।
মন্দিরের এ একটি কোণে
সঙ্কোচে আর সঙ্গোপনে
অর্ঘ্য তোমার মাথায় করি
চাই তোমারে নীরব হয়ে।

বুক ভেসে যায় চোখের জলে
হয় না তবু পথ যে খালি,
কখন কাহার আঘাত লাগি
হয়ত ধূলে পড়বে ডালি।
আজকে যারা পূজার কাজে
আনল অর্ঘ্য নানান সাজে
চাই না তাদের ফেলতে টানি
ঢালতে প্রাণে ব্যথার কালী।

কোলাহল আর কলরবে
নয়তো শুধু হৃদয়খানি
মত্ত সদা, নীরব মনে
কতই জাগে তোমার বাণী
কাজ কি আমার আড়ম্বরে
নাই কোন সাজ আমার ঘরে
মন্দিরের এ কোণ খানিতে
রইনু লয়ে নিন্দাগ্লানি।

শতদল

ব্যস্ত দিনের কাজের শেষে
ফিরবে ঘরে সবাই যবে—
ডাক দিয়ে মোর অর্ঘ্য প্রিয়
না হয় তুমি তখন লবে।
নিবিড় তোমার পরশ পেলে
পরাণ যাবে আপনি মেলে
পুরবে তাতে প্রাণের তৃষা
তাতেও পূজা সফল হবে।

আজ আরতির ঘণ্টা শাঁক
বাজল তব মন্দিরেতে
সঙ্গীতে আর নৃত্য রসে
সবাই মাতে উৎসবেতে।
করব সফল সকল দেখা
নীরব কোণে দাঁড়িয়ে একা
আকুল হিয়ার আসন রচি
পথের ধারে রইনু পেতে।

১লা বৈশাখ ১৩৪২

১৯

তোমারে চেয়ে চেয়ে সাধনা মোর যত
হতেছে বারে বারে যাতনা বাতাহত।
সকলি ফুল হয়ে সময়ে হবে মালা
এইত আশা মোর—যাবে গো যাবে জ্বালা

ডুবরী হব আমি বারিধি বুকে যাব—
কুড়াব হেম-কণা ব্যথায় গান গাব।
হবে গো হবে দেখা বেদনা পরপারে,
এইত আশা তোমা পাইব—হৃদি দ্বারে।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৬

২০

লও লও মোর অর্ঘ্যখানি
তত জান তুমি তোমারে যত না জানি।
তুমি যে আমার কত আপনার
বুঝিয়াছি তাহা শত শত বার
অজানা বিপথে ছুটে যেতে চলি চির চেনা পথে দিয়েছ আনি
লও লও প্রীতিঅর্ঘ্যখানি।

কত মায়াবীর ছলনা আমায় আশার-কুহকে ভুলাতে আসি
ধূলায় মলিন মনের কিনারে হেসে গেছে কত মধুর হাসি।
আমি বুঝি নাই কিছু জানি নাই
জীবনবন্ধু সাথী হইয়াই
আপনার জানি আরামে আঘাতে হৃদয়ে আদরে নিয়েছ টানি
লও লও প্রীতিঅর্ঘ্যখানি।

২০শে ফাল্গুন ১৩৪২

২১

পাবার তরে ভাবনা মিছে,
সব দিয়ে তোর সাধ মিটা রে।
বুকের কাছে অরূপ রতন
বিলিয়ে দে তোর আপনারে।

বাঁধনবেড়ী পথের পরে
দিক্ না বাধা হাজার ধরে
সকল ভুলি হৃদয় খুলি
প্রাণের পূজা দিস্ রে তারে।

যে দীপখানি গভীর প্রাণে
উঠছে জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে।
তার পূজাতে অর্ঘ্য দিবি
যা আছে তোর এই জীবনে।

মনের মাঝে উঠলে সে যে
সর্ব্বহারা বংশী বেজে
রইতে কভু পারবি নারে
সব তেয়াগি তারেই পাবি।

২রা চৈত্র ১৩৪২

২২

ক্ষ্যাপা তুই নে রে হাতে আমার এ পূজার ডালি
যত তোর হোমের আগুন   প্রাণে মোর দিলাম জ্বালি ।
জীবনে সকল বেলা
সবাকার অবহেলা
ছিল তোর ভস্মভূষণ যত সব নিন্দা গালি ।

মোহিনী মায়ার ছলে দিতে তোর হৃদয় দোলা,
কি চোখে চাইলি ফিরি ওরে তুই আপনভোলা ।
আজি মোর সকল ভুলি
দিতে তোর পূজায় তুলি
এনেছি জীবনকুঁড়ি   মুছিয়া প্রাণের কালী

৭ই বৈশাখ ১৩৩৬

২৩

আপনা হইতে আপনারে তুমি দিয়াছ বিলায়ে আমার কাছে
বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছ ওগো আমারে ঘেরিয়া সকল কাজে।
তব এ প্রেমের যত করুণায়, নবীন জীবনে মিলেছি ধরায়
তোমার এ দানে দেবার নিদেশ পাইয়াছি আমি তোমারি মাঝে।

তাইত একদা জীবনপ্রভাতে গোপন হিয়ার আসনখানি
তোমারি প্রেমের নিভৃত পূজায় বিছায়েছি শুধু তোমারে জানি,
কি যেন আবেশে সঁপিয়াছি মোরে তোমার মধুর প্রণয়ের ডোরে
বাঁধিতে আমারে, নিবেদিনু তোমা তোমারি সকল ব্যাকুল বাণী।

তুমি নিবেদিত আমি নিবেদিত তব সাথে প্রিয় রয়েছি আমি
আপনা বিলায়ে শিখালে বিলাতে তাই আকুলতা দিবস যামি।
তুমি আমি কেহ নহিত ভিখারী দানব্যাকুলতা নয়নের বারি
প্রেমের আবেশে ঝরে অবিরাম অন্তরে জপি অন্তরস্বামী।

যার পানে হেরি যারে কাছে পাই দেখি যেন তাহে তোমারি ছবি
তোমার বিপুল করুণা ধারায় রূপরসে প্রাণে জাগ হে কবি।

১৫ই ফাল্গুন ১৩৪২

২৪

বাহির দেখি বাহির লোকে বিচার করে যত
কপট প্রাণের চতুর চালে হার মানে যে তত।
মনের গোপন মণিকোঠায় যাদের আনা গোনা
তাদের কাছে হার মানে সব কপট প্রবঞ্চনা।

সহজ সরল শিশুর মত কোমল মধুর মনে
সর্ব্বজয়ী হৃদয়স্বামী থাকেন সঙ্গোপনে।
মানুষ যাহা দেখে নাকো দেখেন ভগবান
তাঁর কাছেতে রইলে খাঁটি তিনিই রাখেন মান।

১৫ই বৈশাখ ১৩৩৬

২৮

তুই চোখে আর দেখব কত ভুবন ঘুরে ঘুরে
আঁধার যে অই পলকপারে দেখায় মায়া দূরে।
আলোর সাথে কালোর খেলা জীবন পারাবারে
তাহার মাঝে জড়িয়ে ফেলি নিত্য আপনারে।

চরম দেখা দেখব বলে আলোর মোহানায়
চোখ মেলে যে রইনু বসে আসার চেতনায়।
দূর অনন্ত আঁধার পথের গভীর গোপনতা
জাগবে কবে নয়নপথে আনবে ঘনিষ্ঠতা।

সৃষ্টি ছাড়া দৃষ্টি দাও দীপ্ত আঁখি খুলি
তোমার গোপন রূপ দেখাও সকল বিভেদ ভুলি।
তোমার আলোয় নয়ন মেলি দেখব তোমায় প্রিয়
বিশ্বমনের আড়াল ভেদী চিন্তা চিতে দিও।

তিমির ঘেরা বিশ্ব জোড়া গুপ্ত অজানারে
দাও প্রকাশি মর্ম্মে এ মোর জানাও আপনারে।

২রা চৈত্র ১৩৪২

২৬

কখন যেন যাই না ভুলে তোমায় হৃদয়-স্বামী
নিত্য কাজে প্রাণের মাঝে হেরব তোমা আমি।

আসবে কত মোহন মায়া
তোমার পথে করবে ছায়া
হয়ত কভু কঠিন ঘায়ে লুটব ধরায় আমি
তবুও যেন ডাকতে পারি হে হৃদয়স্বামী।

তোমার আসন পরে যেন অন্য কারে আনি
বসাই নাক পরাণ মাঝে তোমার মত মানি,
বঞ্চনা আর অপমানে
মিথ্যা বেদন দেইনা প্রাণে
লক্ষ্যহারা হই না যেন কখন দিবস যামি।

বাহির ভিতর জুড়ে তুমি মধুর পরশনে
আছ তুমি সত্য হয়ে নিত্য রহ মনে
মিথ্যা কঠিন কুটিল কালো
যাক মুছে সব জ্বলুক আলো
হৃদয় মাঝে সকল কাজে দাঁড়াও হৃদয়স্বামী
তোমায় যেন যাই না ভুলে এই জীবনে আমি।

২রা চৈত্র ১৩৪২

২৭

তোমার মাঝে নাইক বিচার প্রেমের খোলা পথ
তোমার কথা সহজ বুঝি তোমার যত মত।
ওদের যত শাস্ত্রশাসন দেয় না প্রাণে সাড়া,
তুমি আমার প্রাণের প্রিয় যায় না তোমা ছাড়া

নানা লোকের নানা কথা গণ্ডীবাঁধা মন
স্বার্থ-কাজে নিত্য ব্যাকুল সত্যে অযতন
তুমি আমার বেদ বেদাঙ্গ প্রাণের প্রিয়তম
তোমার মাঝে সব রয়েছে নয় কো কিছু কম।

মানব তোমা জানব তোমা পরাণ সঁপি পায়
আমার যত গর্ব্ব-বোঝা ডুবিয়া যেন যায়
কপট যত বঞ্চনা আর ভুল চালাকী পিছে
তোমায় যেন চাইনা প্রিয় এম্নি করে মিছে।

আমার মলিন মর্ম্ম মুছে চাই হে তোমা আজি
এসো এসো হৃদয়স্বামী জীবন-তরীর মাঝি

২রা চৈত্র ১৩৪২

২৮

কত দিকের প্রলোভনে কত জনার সাথে
ঘুরেছিলাম মনের সুখে কত দিনে রাতে
আর কেহ না হলো আপন তোমার মত মোর
তোমার পরশ বাণীর মাঝে খুলেছে মোর দোর।

আজকে হেরি সকল খানে তোমার মধুরিমা
অন্ত কভু পাইনে প্রেমের পাইনে তব সীমা।
ঘরের মায়া নাইক তব প্রাণের মাঝে ঠাঁই
প্রেমের সাথে বাঁধন মাঝে তোমায় প্রিয় পাই।

কপট মায়া মিথ্যা বেড়ী মিথ্যা চতুরতা
ক্ষণিক জ্বলা আলোর ধাঁধায় কহে আলোর কথা
এই ধরণীর পরশমণি নিত্য কালের আলো
তোমায় যেন জানতে পারি বাসতে পারি ভাল।

তোমার প্রেমে হইনা যেন বিফল কভু আমি
রাখব তোমায় হিয়ার মাঝে এসো হৃদয়স্বামী।

৩রা চৈত্র ১৩৪২

২৯

আমায় প্রভু কর তুমি তোমার মনোমত
তোমার চরণতলে আমার দম্ভ কর নত।
চপল মনের ব্যাকুল তৃষা দুয়ার দুয়ার ঘুরে
তোমায় ভুলে নাইক যেন কাঁদে মলিন সুরে।

আমার যত পুলক ধারা আমার যত হাসি
সকল প্রিয় মধুর কথা ভাল যে বাসাবাসি
আসুক সবি তোমায় চুমি তোমার প্রেমে বহি
তোমার লাগি বেদন যেন নীরব হয়ে সহি।

ঘুমের ঘোরে স্বপন মাঝে সকল চেতনায়
চিত্ত যেন তোমার পানে অধীর হয়ে ধায়।
জীবন ভরি তোমার বিলাস তোমার কেলী সাথে
প্রাণ যেন মোর বিভোর হয়ে মধুর রসে মাতে।

যা' আছে মোর আপন বলে' সকল তুমি লও
মধুর তব প্রেমের বাণী মর্ম্মে বসি কও।

৩রা চৈত্র ১৩৪২

গ

৩০

তোমায় যদি জানতে না দাও জানব কেমন করে
সহজ দেখা না দাও যদি রাখব কিসে ধরে।
মনের চপল তরল জলে ঢেউ দিও না মিছে
শান্ত কর সহজ প্রেমে হৃদয় মাঝে মিশে।

যদিও তুমি বিশ্বে পরম চতুর চূড়ামণি
সবাই জানে সকল কাজে অসীম গুণমণি।
আমি কখন তোমার সাথে গর্ব্বভরা মনে
চতুর চালে মন ভুলাতে চাইনে প্রবঞ্চনে।

আমার যত গোপন কথা কলঙ্কভার যত
পরাণ মাঝে নিঠুর চাপে রাখছে আমায় নত
সকল বোঝা নামাইব তোমার কাছে প্রিয়
মুক্ত আমার বক্ষে তোমার প্রেমের পরশ দিও

তোমার ছোঁয়া করবে শুচি আমার যত পাপ
এই ভরসা তোমার প্রেমে ঘুচবে মনস্তাপ।

৩রা চৈত্র ১৩৪২

৩১

তোমার মত আর কে প্রিয় আমার বল আছে
মধুর চেয়ে সুমধুর কে এমন হিয়া মাঝে
মনোহরণ আবেশ মোহন নিত্য জেগে উঠে
নিত্য আমার চিত্তকমল নবীন হয়ে ফুটে।

প্রেমের তব অসীম লীলা জীবনমরু মাঝে
থরবিথরে ফোটায় ফুল কি বিচিত্র সাজে
তোমার যত ভঙ্গিমাতে ছন্দে মধুর সুরে
রসের জোয়ার ঢেউ খেলে যায় ব্যাকুল পরাণপুরে।

আপনি তুমি হৃদয় মাঝে আপন মহিমায়
আপনি এসে দিয়েছ ধরা সকল চেতনায়
তোমায় যেন এম্নি আমি অভেদ করে পাই
এই জীবনে মিলন হেন নাইক ভুলে যাই।

সুদূর অদূর হোকনা মধুর প্রাণের প্রিয় টানে
হিয়ায় জেগে থাকবে তুমি বিশ্বে সকল খানে।

৩রা চৈত্র ১৩৪২

৩২

শান্ত করহে প্রভু শান্ত কর
প্রাণে মনে পরশনে বেদনা হর।
চারি দিকে কাল মেঘ এসেছে ঘিরে
একা আমি ভাসি শুধু নয়ন নীরে।

ঠাঁই নাই সাথী নাই শ্মশান ভুমি
এসো এসো তুলে লও পরাণে চুমি।
গগনের ঘন ঘটা শঙ্কা আনে
ঘন ঘন দিকে দিকে বজ্র হানে।

প্রলয় ঝড়ের মহা ঘুর্ণিহাওয়া
ভুল করে দিতে চায় যত গান গাওয়া।
আমার তোমার মাঝে পথ রেখা বুঝি
চঞ্চল প্রাণ বেগে যায় আজি মুছি।

শান্ত করহে মোরে শান্ত কর
দুর্য্যোগে প্রাণসাথী দুঃখ হর।

৪ঠা চৈত্র ১৩৪২

৩৩

আমার এ রাজসিংহাসনে তোমায় প্রভু ডাকি
দশের কাছে মান বাঁচে না কেমন করে থাকি।
শক্তি দেছ ওদের প্রভু প্রবল বেগবান
দম্ভে তারি করছে ওরা মিথ্যা অপমান।

বিদ্রোহে আর বিপ্লবেতে বিজয়নিশান কত
উচ্চে তুলে করছে মোরে নিত্য অবনত
সিংহাসনের অধিকার যে হাসির হল হেথা
আমার শাসন কেউ মানে না আমি নামের নেতা

রাজ্য গেল ছারেখারে কার্য্য হলোনাক
শক্তি হলো মত্ত শুধু কর্ম্মে ওদের ডাক
শাসন নীতির কঠিন ঘেরে তোমার নিদেশ মত
এই যে যত শক্ত সেনায় কর্ম্মে কর রত।

তোমার চরণ তলে ওদের দম্ভ কর নাশ,
বাধ্য কর, বাঁচাও মোরে ঘুচাও সকল ত্রাস।

৫ই চৈত্র ১৩৪২

৩৪

চাই না আমি ওদের মরণ শরণ মাগি তব
হোক না ওরা রিপুর সেরা বরণ করি লব।
ওদের দিয়ে ওদের জ্ঞানে করাতে তব কাজ
শক্তি মাগি তোমার কাছে ভাঙতে হীন লাজ।

ওরাই যদি রইল নাক রইল আমার কি ?
ধরার জীবন নয় কি ওরা মরণ তাদের কি ?
জানি জানি ওদের পথে ওরা ভীষণতর
তোমায় যখন হারাই তখন হয় যে ওরা বড়।

নইলে শুধু সকল কাজে সকল প্রয়োজনে
নম্র হয়ে প্রবল হয়ে ওদের জনে জনে
আনতে পারে এই ধরণীর সকল পথে চলি
বিজয় মালা তোমার নামে তোমার প্রেমে গলি

তুমি শুধু পরাণ মাঝে রইলে বেঁচে মোর
ভয় কিছু নাই বাঁচুক সবাই মুক্ত রহুক দোর।

৫ই চৈত্র ১৩৪২

৩৮

ওদের দৃষ্টি দিয়ে মোরে ওদের মত করে
যতই দেখে ততই হানে কেবল এদের তরে,
চির জীবন এম্নি করে স্বার্থভোগী যারা
ওদের সাথে গড়্‌ল যে মোর ভীষণ দুঃখের কারা।

মন মানে না মনকে তবু করছি কারাবাসী
হয়ত বা তাই রোগে শোকে নয়ন জলে ভাসি।
যেই পথে মোর দেখিয়ে যাও তুমি তোমার আলো
ওদের কাছে ও পথ প্রভু নয়কো তেমন ভাল।

ওরা বোঝে ওদের মতে দম্ভকরা মনে
স্বার্থ নিয়ে করতে লড়াই জড়িয়ে জনে জনে
নিত্য ওদের হানাহানি, চলছে কানাকানি
তাহার মাঝে তোমার নামে করছে কত গ্লানি।

এম্নি করে তোমায় প্রভু মিথ্যা প্রয়োজনে
আঁধার করা বঞ্চনাতে চাই না যেন মনে

১২ই চৈত্র ১৩৪২

৩৬

যাহার যেমন প্রয়োজনে যেমন কামনায়
যাকনা ওরা তোমায় ডেকে আমার নাহি দায়,
ওরা চাহে গড়তে তোমা হয়ত কলুষেতে
ওদের মতে তোমায় প্রভু সহায় করি পেতে।

ওদের সঙ্গে সঙ্গী করি ওদের চালনায়
চায় তোমারে অন্ধকারে কর্ম্ম সাধনায়।
তোমার সঙ্গে চলতে ওরা তোমার পিছু পিছু
তোমার আলোয় চায় না তত করতে মাথা নীচু

হাজার যত কাজের ছলে ছড়িয়ে আঁধার রাশি
মন ভুলানো তোমার নামে বাজিয়ে মিছে বাঁশী
যাহার যেমন খুসী তেমন ডাকুক তোমা প্রভু
স্বার্থঘেরা ছল চাতুরী চাইনা যেন কভু।

যা আছে মোর সকল দিয়ে চাইব তব আলো
তোমার কাজে তোমার প্রেমে তোমায় বাসি ভাল।

১২ই চৈত্র ১৩৪২

৩৭

সব তেয়াগে সকল পাওয়া তোমার কৃপা সে
চাওয়ার চেয়ে অধিক পাওয়া তাহার মাঝে যে
ত্যাগের দিনে বিপদ হেরি করলে হাহাকার
নিত্য ভোগের মায়ায় পড়ি করলে অবিচার।

পাওয়ার লাগি জীবন ভরি জ্বলবে তৃষানলে
সুখের লাগি দুঃখের ভরা ভরবে নানা ছলে
ভোগের ভাগী সর্ব্বত্যাগী,—তোমায় পেল যে
আসঙ্গে আর সঙ্গে বল তাহার মত কে ?

সকল কাজে সবার মাঝে সে বৈরাগী মন
তোমার পূজার নৃত্য করে সত্য আয়োজন,
সেই পূজাতে বাহির ভিতর সকল ভরে যায়
তোমার বিমল জ্যোতির দ্যুতি নিত্য চেতনায়।

তোমার আর যে সবার মাঝে দীর্ঘ খালি পথ
তোমার দিকে সব তেয়াগীর চলছে দুখের রথ।

১২ই চৈত্র ১৩৪২

৩৮

তোমায় আমি চেনার আগে জানার আগে মিছে
তোমার নামে আমার পথেই হারিয়েছিলাম দিশে,
লক্ষ্য বিহীন বহুমুখী আঁধার গভীর বনে
চলেছিলাম ক্ষণিক সখে কত জনার সনে।

দেখাইল সবাই আপন ভোগের মায়াজাল
তোমার প্রেমের নামে কত চালিয়ে গেল চাল।
ছিলাম আমি সঙ্গকাতর সহজ সরল প্রাণ
অজানা কোন আবেগ ভারে গেয়েছি কত গান।

সেই আবেগের সঙ্গে প্রভু তোমার কৃপাকণা
হয়ত তুমি চেয়েছ দিতে ছিলাম অন্যমনা।
চপলতার মাঝে আমার আঁধার ছিল ঘিরে
এতদিনের পরে তোমার প্রদীপশিখাটিরে

উচ্চে তুলি আনলে কাছে, আলোয় জাগল প্রাণ
তোমার মাঝে আজকে আমার সফল হল গান।

১২ই চৈত্র ১৩৪২

৩৯

তোমায় আমি জান্‌ব ওগো মান্‌ব তোমা প্রাণে
করব বরণ হৃদয়হরণ প্রাণের প্রিয় ধনে ;
বিশ্বে তোমার মোহন আলো
আমার মনে লাগল ভাল
চিত্ত আজি আকুল হল বারণ নাহি মানে।

এই জীবনে হাজার জনে হাজার পথে ডাকি
মিথ্যা লোভের আশায় দিল ব্যথার কালী মাখি,
তাদের ক্ষণিক রুচির মত
করল আমায় অবনত
তোমার আলো কেলীর মাঝে উচ্চশিরে থাকি।

তোমার আঘাত সইব সে যে তোমার দেওয়া দান
তোমার দেওয়া ব্যাথার মাঝে আলোর অভিযান,
আর সকলে অহঙ্কারে
করছে আঘাত অন্ধকারে
ওদের খেলায় মাতাল হলেম জাগল না ত প্রাণ।

এসো আমার নিঠুর প্রিয় প্রেমিক প্রাণবান্‌
আলোক ঢাল কলুষ-চিতে করাও সুধা পান।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৪৩

অন্য কারো মতন করে তোমায় আমি যেন
পেতে আমার প্রাণের কুলে মিথ্যা আশা হেন
নাইক করি প্রেমের ছলে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে
তোমার নামে চাইনে যেন থাকতে অপর নিয়ে।

হৃদয় মনে তুমিই শুধু থাকবে উজল খাঁটি
তোমার যত ভাবের প্রকাশ নিখুঁত পরিপাটি
তোমার কাজে জগত মাঝে অতুল তুমি হও
ভজব তোমা তোমার মত — অপর তুমি নও।

তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তোমার নামে
মুগ্ধ চিতে তোমার প্রেমে ডাকতে তোমা দিও
শাস্ত্রবিচার আচারবিধি দেবদেবী সব যত
তোমার মাঝে সবই আছে তুমিই তোমার মত।

দেখব তোমা নিখুঁত করি নিত্য অভিনব
তোমায় দিয়ে তোমায় চিনি, বরণ করি লব।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৫১

তোমার প্রেমে আকুল হয়ে যাহার পানে ধাই
সবখানি তার আপন করে তোমার প্রেমে পাই,
অপর কোন মায়ার মোহে করলে তব নাম
মিথ্যা প্রেমের বেশে আসে ছদ্ম বেশী কাম

তোমার আগুন তোমার আলোয় ভরলে আমার হিয়া
তোমার প্রেমের সূর্য্য শশী রইলে আবরিয়া
তুমিই তখন আমার মাঝে তোমার চেতনায়
তোমার কাজ করাও তুমি নানান ঘটনায়।

আমার যত অহমিকার মায়াসক্ত মন
আমার যত চঞ্চলতা অধীর উচাটন
তোমার প্রেমের আগুন লেগে প্রদীপ হয়ে জ্বলে
কামের মাঝে প্রেমের আলো তুমি আপন হলে।

বাহির শুধু দহন করে ভিতর জ্বালে আলো
ভিতর পেলে বাহির মিলে বাসলে তোমায় ভাল।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৪২

তোমার পানে লুব্ধ আশা উধাও হয়ে ছুটি
যায় যেন গো তোমার পায়ে পড়তে সদা লুটি
আমার যত অহমিকা আমার অহঙ্কার
এ সব ছাড়া আর কি আছে পূজার উপচার।

সকল নিয়ে হরণ করে বরণ কর মোরে
হৃদয় খানি দাও হে বেঁধে মোহন প্রেমডোরে
তোমায় আমায় বাঁধন হলে রইবে না কো বাধা
বিশ্ব গা'বে মধুর গীতি তোমার সুরে সাধা।

এসো তুমি হৃদয় মাঝে অভেদ কর প্রাণ
সকল দিকে চলুক সুখে আলোর অভিযান
তোমার পথে লক্ষ প্রাণী উৎসবেতে মাতি
আসুক ছুটি মিলুক সবে নিত্য দিবা রাতি

তোমায় পেলে আসবে সবি তোমার পানে ছুটি
চিত্তে রহ চিন্তাকমল সত্যে তুমি ফুটি।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৪৩

দিনে দিনে আমায় তুমি তোমার করি লও
তোমার বাণী মর্ম্মে বসি কওহে প্রিয় কও
চারিদিকের কোলাহলে বধির হল কান
কেমন করি শুনি প্রভু তোমার প্রেম গান

সবাই টানে সবার পানে দ্বিগুণ বাসনায়
প্রাণের তব প্রেমের কণা তাদের চেতনায়
পেলাম না কো বাইরে শুধু দম্ভভরা মনে
স্বার্থপেশার ব্যর্থ লোভে ডাকল জনে জনে।

তাদের যত খেলার মাঝে ক্লান্তি অবসাদ
সকল দিকে ঘনায় মিছে দুঃখ পরমাদ।
ওদের দীপে দেয় না আলো শিখার কালিমায়
আঁধার করি দেউল তব পথ ভুলাতে চায়।

তুমি আমার স্মরণ পথে নয়ন পথে জাগি
যোগ্য কর আপন কর ভিক্ষা ইহা মাগি।

৭ই চৈত্র ১৩৪২

৪৪

সকল রসের রসিক তুমি সকল গুণে গুণী
তোমার বাণী নিত্য যেন দু'কান পাতি শুনি
সকল জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার করি নাশ
নিত্য তুমি সত্যে হও আপনি সপ্রকাশ।

অপর লোকে অপর যত নানান বড়াই করে
তাদের গড়া ক্ষুদ্র সীমায় রাখতে চাহে ধরে
তাদের বুদ্ধি রসের ধারা প্রেমের পরকাশ
ওদের দীপের মলিন ধূমে আনছে টেনে ত্রাস

তবুও তারা দম্ভে ফিরে করতে তোমা জয়,—
নাইক জেনে দম্ভে প্রভু তাদের শুধু হয়
অজ্ঞতার এ প্রাচীর ঘেরা প্রেমের কারাবাস ;
মিথ্যা দিয়ে সত্যের যে করছে পরিহাস।

তোমার প্রেমে তোমার জ্ঞানে ডুবুক মন প্রাণ
অটল রহুক এ চিত্তে মোর তোমার যত দান।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৪৫

একি চিন্তা প্রাণে একি চিন্তা প্রাণে
ভুলাও সকলি তব আলোক দানে,
সংসারে বঞ্চনা মিথ্যা মায়া
কুটিল ছলনা জালে আঁধার ছায়া।

ঘিরে অই চারিদিকে দৈন্য বহি
ঠাঁই নাই কোথা এই বেদনা কহি।
তোমারে ভুলিয়া প্রভু বিশ্বে বিষাদ
দিকে দিকে ঘন ঘটা মিথ্যা প্রমাদ,

অবিরাম ঘুরিতেছে ঘূর্ণি মত
আঘাতে আঘাতে করে বেদনাহত,
রোগশোক মরণের ভ্রুকুটি কুটিল
ক্রন্দনে ভরি তোলে বিশ্বনিখিল

শান্তি দাও হে প্রভু শান্তি দাও
অমৃতের মধু গীতি মর্ম্মে গাও।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

ঘ

৪৬

কার ব্যথা কে সইছে প্রাণে কাহার দেহে রোগ
কাহার লাগি দিন রজনী কাহার জ্বরা শোক
কাহার প্রেমে কে আজ পাগল চিত্তভোলা হয়
কাহার পথে কে যায় আজি কাহার ক্ষতি ক্ষয়।

কাহার আলো কাহার প্রাণে লাগছে এত ভাল
কাহার প্রাণে কে আসি আজ সুধার ধারা ঢাল।
কাহার ঘুমে স্বপনরূপে কে যায় দেখা দিয়ে
কাহার মনে ধীরচরণে কে যায় পরশ দিয়ে।

কাহার আলো কাহার বাতাস কাহার লাগি চলে
কাহার হাসি কাহার কাঁদা কাহার প্রেমে গলে'।
কাহার বাঁশী রইল মনে কাহার পরশনে
বকুল বনে কোয়েল বঁধু এল কাহার সনে!

যমুনা হয় উছল পাগল কাহার তরে আজি
তুমিই ওগো তুমিই সে যে রইলে এত সাজি।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৪৭

মোহন বাঁশরী তব আমারে ভুলায়
কত সুরে ছাঁদে মোরে ডেকে ডেকে যায়
ফুল দল ছিঁড়ি ছিঁড়ি পূজা দিয়ে আমি
বরণ করেছি কত প্রাণময় স্বামী।

যমুনার কুলে কুলে বনভূমি পারে
শয়নে স্বপনে দেখা পেনু কত বারে।
গিরিশিরে হেরিয়াছি মধুরিমা তব
কতদিন কতরূপে কতভাবে নব।

তোমারে যতই প্রিয় প্রতিদিন বুঝি
ততই ঘুরিয়া মরি তোমারেই খুঁজি
পরাণের কাছে এসো অতি কাছে আরও
তোমাতে আমাতে প্রভু ভেদ নাহি কারও

মোরে মরমে লুকাও
নব সুর নব ভাবে নব আলো দাও

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৪৮

তব চরণতলে শুভ শরণ মাগি
কত নিশি কাটিয়াছি শয়নে জাগি,
কত সাঁঝে আমি তব গগন তলে
একা একা ভেসেছিনু নয়ন জলে।

রুধিয়া গৃহের দ্বার
রেখেছিনু কত বার
সরম জড়িত মনে পরাণ খুলি
তোমা লাগি কেঁদেছিনু নয়ন তুলি।

জানি জানি কিছু আমি হব না হারা
বিফলে যাবে না মোর নয়ন ধারা,
অমৃতের ধারা ঢালি গেয়ে প্রেম-গান
ভরি দিবে একদিন শূন্য পরাণ।

তোমার বাঁশীর সুরে যমুনার জল
প্লাবিয়া ভাসাবে কত ঘন বন-তল

৯ই চৈত্র ১৩৪২

৪৯

সবখানি প্রাণ তোমার পানে ছুটুক প্রিয়তম,
তুমি আমার হৃদয় পতি
গুরুর গুরু তোমায় নতি,
পিতা আমার পুত্র আমার তুমি সর্ব্বোত্তম।

তুমি আমার সখা সখী স্নেহের সহোদর,
ঘাটে ঘাটে ভিড়ব না আর
তোমার ঘাটে মিলবে সবার
মধুর প্রীতি ভালবাসায় বিশ্বচরাচর।

ঘট ভেঙে অই আকাশ মাঝে আলোর গানে গানে
রইলে জেগে জ্যোতির শিখা
তোমার অপার রূপের লিখা
ছড়িয়ে আছে দিগ্‌বিদিকে সকল খানে খানে।

সকল ভাবে সকল রসে ভজব তোমা প্রিয়
তোমার মাঝে হেরব সবি, পরশ তব দিও।

৯ই চৈত্র ১৩৪২

৫০

আমারে তোমার যত আদর করা,
দিকে দিকে ভঙ্গীতে
মনোহর সঙ্গীতে
মাধুরী বিলায়ে তাহে দিয়েছ ধরা।
আমারে তোমার যত আদর করা।

পলকে পলকে তব পুলক আনে
আকাশে বাতাসে চুমি বিজন খানে,
রবির হাসিতে মিশি
হাস কত দিশি দিশি
হৃদয় পরশি সুর ঢাল দুই কানে—
পলকে পলকে তব পুলক আনে।

শয়নে স্বপনে কবে মোর পথে পথে
নয়নে পরাণে জাগি রবে নানা মতে,
দিনে রাতে প্রাণমনে আদরি আদরি
তব প্রেমসুধা যেন হৃদয়ে আবরি

তব আদরের সাথে নাহি কারো তুল
তোমার প্রেমের মাঝে নাহি কোন ভুল।

৯ই চৈত্র ১৩৪২

৫১

বাহির পানে ডাক দিয়েছে বাহির কত মোরে
ভিতর দ্বারে আগল দিয়ে রাখলে তুমি ধরে,
তবুও কত খেলার দিনে
হয়েছি বাহির তোমায় বিনে
ধূলায় মলিন দেহে যখন ফিরেছি আমি ঘরে
ভিতর দ্বারে আগল দিয়ে রাখলে পুনঃ ধরে।

মর্ম্ম মুছে ঝাড়লে ধূলা শান্ত করি প্রাণ
মধুর সুরে কতই তুমি শুনিয়েছিলে গান
তোমার সাথে দিন রজনী
এম্নি করে কতই গণি
পেয়েছি কত প্রেমের প্রভা পেয়েছি কত প্রাণ,
মধুর সুরে কতই তুমি শুনিয়েছিলে গান।

বাতায়নে বাহির-আলো হাসল ঘরে যবে
বুকের কাছে ডাকলে তুমি মধুর মোহন রবে,
তুমিও তখন হাসলে সুখে
তোমার আলো পড়ল মুখে
ভাঙল প্রাচীর ভাঙল দুয়ার, বাহির ভিতর সবে
তোমার বুকে পেলাম আমি আলোর মহোৎসবে।

১০ই চৈত্র ১৩৪২

৫২

ওগো আমার প্রদীপ-শিখা তোমায় সাথে করি
ঝড়ের রাতে যাত্রা আমার বেয়ে দুঃখের তরী
শঙ্কা জাগে, হয়ত কখন নিববে বলে মনে
প্রাণের কাছে আড়াল করি রাখছি সযতনে।

গগনে অই ঘন ঘটা মেঘের গরজন
তোমার লাগি হৃদয় আমার কাঁপছে ক্ষণেক্ষণ,
ঢেউয়ের পরে ঢেউ লেগেছে আকাশ ভাঙি পড়ে
তোমার সাথে যাত্রা আমার আজকে ভীষণ ঝড়ে

নাইক আজি তারার আলো শশী গগন তলে
ডুব দিয়েছে মেঘের কোলে অসীম কাল জলে
বিশ্ব দুলুক ঝড়ের দোলে ডুবুক ধ্রুবতারা
তোমার আলোয় চল্‌ছি বেয়ে হইনে দিশেহারা।

আড়াল করি ঝড়ের বায়ু রাখব তোমা ধরি
খানিক পরে কাটবে এ মেঘ চলবে সোজা তরী।

১১ই চৈত্র ১৩৪২

৫৩

তোমার পথে আজকে প্রভু আমার অভিসার
হে প্রিয় মোর খোল হে খোল—খোল হে গৃহের দ্বার
বকুল বেলী গন্ধ ছড়ায় অলির মাতামাতি
মল্লিকার অই মধুর বুকে মিলছে প্রিয় সাথী।

করবী আজ অরুণ রাগে লাজ নয়নে চায়
গন্ধরাজের অঙ্গ ঘেরি ভ্রমর বঁধু গায়,
হাসনাহেনা হাসছে বনে জ্যোৎস্না পেয়ে সাথী
মন ভুলানো গন্ধমধু বিলায় দিবারাতি।

মালতিকার কুঞ্জপাশে মাধবিকার ছায়
ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল বায়ু গন্ধ নিয়ে যায়,
আজকে আমার প্রাণের কূলে জাগছে উচাটন
কাটে না মোর এম্নি একা আমার বিজন ক্ষণ।

আপন গন্ধে আপনি ভুলি আজকে তব তরে
চলছি বঁধু একলা পথে নিও বরণ করে।

১১ই চৈত্র ১৩৪২

৫৪

রুদ্ধ দুয়ার দেখে কত ফিরলে বারে বারে
তোমার চরণধ্বনি কত বাজল আমার দ্বারে
আলসভরে দেইনি সাড়া তোমার পানে চেয়ে
তুমি শুধু ফির্‌লে বঁধু মধুর গীতি গেয়ে।

ভাঙবে ওগো ভাঙবে জানি দুয়ারখানি মোর
তোমার আমার মধ্যে শুধু রইবে প্রেমডোর
তোমার টানে আমার টানে আমরা যাব চলি
তোমার পানে আমার পানে পড়বে হিয়া গলি।

আমার প্রাণের ব্যাকুল তৃষা জাগলে আমায় কভু
রইতে কি আর পারব তখন এমন করি প্রভু,
জাগাও আমার সকল চেতন আঁধার লও হরি
এসো আমার প্রেমিক রাজা আলোর কেতন ধরি

আমার যত অনাদর আর আমার যত হেলা
ঘুচাব সব তোমার তরেই এই যে বরণ মালা।

১১ই চৈত্র ১৩৪২

৫৫

কঠিন বাঁধনে কত বেঁধেছ মোরে
তোমারি মধুর প্রিয় প্রেমের ডোরে।
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় বুঝিবা হারাই
আবার মরমকোণে খুঁজে দেখা পাই,
ভোলা নাহি যায় কত রেখেছ ধরে
কঠিন বাঁধনে কত বেঁধেছ মোরে।

তোমার মহিমা প্রভু তোমারি কাজে,
দেছ কত সুধাধারা পরাণ মাঝে।
যতদিন এই দেহে রহিবে পরাণ
কে আছে আমার আর তোমার সমান,
জীবনে প্রথম দিনে ভুলি ভয়লাজে
পেয়েছিনু সুধাধারা পরাণের মাঝে।

এ নহে কথার কথা বাহিরের খেলা
তোমাকে আমার যত মিছে অবহেলা,
যে পথে বিপথে আমি যাইনাক কভু
তুমি যে লুকিয়ে হাস অন্তরে প্রভু।
ভুলে যেন নাহি যাই মিছে ভুল পথে
তুমি যে আমার যেন বুঝি নানা মতে

১১ই চৈত্র ১৩৪২

৫৬

একি অঘটন প্রভু ঘটালে জানি,
ভাবিলে কেবলি আমি অবাক মানি,
সকলের সাথে যবে ছিলাম খেলায়
কৌতুকচঞ্চল সকাল বেলায়,

যত ছিল প্রাণে মোর আবেগ তিয়াসা
গতিস্থিরপথে তার ছিলনাকো ভাষা,
দীপ্তিহীন পথে শুধু আলেয়ার আলো
মোর কাছে লেগেছিল কত যেন ভাল।

এরি মাঝে পরাণের পূজা হল যাহা
অন্তরযামী বুঝি বুঝেছিলে তাহা,
অকস্মাৎ একদিন নবীনের বেশে
দীপ্ত আলোহাতে হেসে দেখা দিলে এসে

বিস্ময়ে তোমার প্রেমে ভুলিনু সকলি
দিকে দিকে এ যে তুমি উঠিলে উজলি।

১৫ই চৈত্র ১৩৪২

৫৭

তোমার মহিমা শুধু তোমারই জানা
দিন ক্ষণ পাত্রাপাত্র নাহি কোন মানা,
তব প্রেম করুণায় সকল ভুলায়।
দশের লাগিয়া দশে মিথ্যা মায়ায়

কত করে অহঙ্কারে বৈধ বিধান
ধনজন দম্ভের কত গাহে গান,
তারি মাঝে অহর্নিশি ভাঙিতেছ কত
কারার প্রাচীর, করি দম্ভেরে নত।

তুমি যে প্রাণের মাঝে সত্যস্বরূপ
বুঝিয়া বুঝে না কেহ সেই তব রূপ,
কারাগার কারাগার দিকে দিকে বাধা
প্রাণে শুনি উঠে নিতি মর্ম্মভেদী কাঁদা।

ভেঙে যাক্ ভেঙে যাক্ মিথ্যা প্রাচীর
প্রেমময় সত্যরূপ হউক বাহির।

১৫ই চৈত্র ১৩৪২

৫৮

তোমার প্রেমে অসীম সাহস তোমার প্রেমে বল
সত্যে তাহার দীপ্ত আলো, নাইক তাহে ছল ;
মিথ্যা যত ভয়ের কথা মিথ্যা প্রবঞ্চনা
মিথ্যা যত পথের বাধা মিথ্যা যে গঞ্জনা ;

আসবে আসুক কি ভয় তাহে তোমায় পেলে সাথী
ঝড় বাদলের অবসানে কাটবে দুঃখের রাতি।
বসবে তুমি হাল ধরে মোর লক্ষ্য করি ঠিক
পালের রসি ধরব কষি ভুলবনাক দিক্।

কখন ঘন আঁধার মেঘে ডুবলে ধ্রুবতারা
ঝটিকায় চায় যদিকো করতে দিশে হারা
দিব্য তোমার আলোর জ্যোতিঃ দীপ্ত করি মন
সকল মিথ্যা মায়ার ঘের কাটবে অনুক্ষণ।

অন্তরে আর বাহির পথে সকল বোঝা পড়া
তোমার সাথে আমার হউক প্রেমের পথে গড়া।

১৫ই চৈত্র ১৩৪২

৫৯

অসম্ভবের সম্ভাবনায় হয় যে সহজ জ্ঞান
তোমার সাথে বাঁধলে আমার সকল মনপ্রাণ,
সংশয়েতে দিন রজনী সন্দেহেতে দুলি
ভুল করে যে নিত্য কত যাই তোমারে ভুলি।

আমি করি তর্কবিচার বুদ্ধি আমার দিয়ে
কত রকম সরমঘেরা শঙ্কা সাথে নিয়ে
অবহেলার যুক্তি নিয়ে যুক্ত রহি মিছে
তোমার আলোয় না ডুবে মন ভাবে এসব কি যে

সকল দিকে ক্ষুদ্র আমি আমার মাঝে তাই
ক্ষুদ্রতার এ আবেষ্টনে ক্ষুদ্র করি চাই।
মুক্ত মধুর মহান্ তব প্রাণের দেয়ালিতে
যাক ভেসে মোর বুদ্ধিবিচার রহগো তুমি চিতে।

তোমার পথে চালাও মোরে শোনাও তব বাণী
জাগুক মনে শক্তিসাহস ভাঙুক যত গ্লানি।

১৫ই চৈত্র ১৩৪২

৬৩

আঁধার শেষে সকাল বেলা গৃহের আড়াল কোণে
তোমার রূপের মোহন আলো পেলাম সঙ্গোপনে
চিত্ত আমার ব্যাকুল হল উতল হল মন
প্রাণের ঘাটে মিলনছলে হাসলে ক্ষণে ক্ষণ।

কোকিলবঁধু কণ্ঠ তুলি সঞ্চারিল সুধা
বকুল বনে অরুণ আলোয় জাগল আলোর ক্ষুধা,
কি অপরূপ মোহন বেশে প্রাণের দিকে দিকে
ডাক দিলে মোর প্রেমের গুরু প্রেমের কাঙালীকে।

আলোয় আলোয় দিগবিদিকে রঙ্ রসের এ খেলা
আসল জেগে আড়াল কোণে নগ্ন ভোরের বেলা,
নগ্ন মোহন আলোর মাঝে নগ্ন মধুরিমা
অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে সকল সীমা।

আলোর বাঁশী আমার মাঝে বাজাও ক্ষণে ক্ষণে
লাগুক তোমার পরশ তাহে গভীর সঙ্গোপনে।

২১শে ফাল্গুন ১৩৪২

৬১

তুমি সুন্দর তুমি পরকাশ তুমি হে উদারজ্যোতিঃ
তুমি হে বিলাসী তুমি হে উদাসী তুমি হে মধুরমতি
তুমি নির্ম্মল তুমি মনোহর মধুর মরমে মোর
এসো এসো ওগো নয়নে পরাণে নাশিয়া তিমির ঘোর।

কি মধু তোমার মধুর চাহনি মধুর অধরে হাসি
মধুর চলনে দেখা দাও ওগো মধুর চরণে আসি
দিবস রজনী মধুর কর গো মধুর বিলাসে তব
প্রেমের মধুর সাগর জোয়ারে ঢেউ তোল নব নব।

আমি যাই ডুবে মধুর আবেশে তোমার মাধুরী মাঝে
তোমার সুরের মধুর লহরে প্রাণ যেন মোর নিয়ত বাজে,
আকাশে বাতাসে চরাচরে তুমি নয়নে নয়নে মোর
দাঁড়াও হে প্রিয় সত্যস্বরূপ দিবস রজনী ভোর।

তুমি আছ বলে আমি রহিয়াছি না হলে কি আছে মোর
তোমাতে আমাতে সুমধুর কর সত্য মিলন ডোর।

৪ঠা ফাল্গুন ১৩৪২

৬

৬২

নিত্য তোমায় নিয়ে আমি তৃপ্ত হব কবে
তোমার বাণী অন্তরে মোর উঠবে গভীর রবে ?

চাইনা মিছে কর্ম্মপাকে
রইতে পড়ি ঘোর বিপাকে
পূণ্য পাপের বিচার করি শূন্য বেগার খাটতে ভবে।

শ্রম করা যা' তোমার কাজে
যন্ত্র বাজা তোমার মাঝে
যন্ত্রী তুমি আপন মনে আপনি বাজাও আমায় যবে।

তোমার শাস্ত্র তোমার বিধি
বুঝাও তুমি নিরবধি
চাইনে অপর শাসন-নীতি বেদ পুরাণে কি আর হবে।

কি চাব আর কাহার কাছে
সব রয়েছে তোমার মাঝে
তোমায় পেলে আর কি বাকী ভয় কাহারে তোমার ভবে

২রা ফাল্গুন ১৩৪২

৬৩

আপন আপন বলি ওরা দম্ভ ভরা মনে
যত আলো মহোৎসবে জ্বাললো জনে জনে,
কত যে গেল আঁধার হয়ে পলক ফেলে শেষ
দাবানলের বহ্নিরূপে কেউ পুড়িল দেশ।

অজ্ঞতার এ সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম রঙ্গালয়ে
সুখের সাধ উঠছে ভরে মিথ্যা বেদন ভয়ে,
বিজ্ঞ তুমি মহান তুমি এসো নায়ক সাজে
সব তেয়াগীর কেতন ধরি এসো সবার মাঝে।

অহঙ্কারে উচ্চ শির কোথাও তোমার নয়
তোমার আলো আগুন হয়ে হয় না জ্বালাময়,
ওদের কাজ তোমার হাতে হয় যে সুশোভন
আপন ভোলা চিত্তখোলা হে বৈরাগী মন।

জাগো জাগো আপনি জাগো স্বার্থ কারা টুটি
লক্ষ জনার মিথ্যা ভেদি আপনি ওঠ ফুটি।

৩রা ফাল্গুন ১৩৪২

৬৪

এই জীবনের সকল কাজে সকল সাধনায়
মনের গোপন মণিকোঠায় যে সুর শোনা যায়,
হেথায় প্রথম যাত্রাদিনের আগের সাধা তাহা
নিত্য কাজের সঙ্গে আজি চল্‌ছে যাহা যাহা।

বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্র-বিধান বাহির বাঁধে যত
চোখ ঠেরে কয় স্বভাব শুধু "হয়নি মনের মত'
মন চলে যায় মনের পথে বাঁধন শুধু বাধে,
চতুর চালে চরণ ফেলি লক্ষ মায়ার ফাঁদে।

৫ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬৫

তোমায় কবে দেখব আমি বিশ্ব চরাচরে
সবার মাঝে সকল কাজে এ দুনয়ন ভরে,
আকাশ জলে বাতাস কোলে মোহন ভঙ্গিমায়
রইবে কবে চিত্তহরণ সকল চেতনায়।

যেদিক পানে হেরব আমি ভরবে কবে হিয়া
তোমার ভাবে ছন্দে সুরে থাকব তোমা নিয়া,
হৃদয় মাঝে বস্‌বে কবে সবখানি মোর জুড়ি
জীর্ণ আমির ক্ষুদ্র পাখী কখন যাবে উড়ি।

বাহির ভিতর তোমায় তোমায় ভরলে ভুবন ভরি
ভাবনা আমার যায় চুকে সব তোমায় বরণ করি,
জগৎ পারাবারের পথে বরণ মালা লয়ে
সমুখ পানে রইনু চেয়ে দুঃখ বেদন সয়ে।

জাগো প্রভু আঁখির আগে জাগো প্রাণের কূলে
কণ্ঠে লও হে প্রিয় মোর মাল্যখানি তুলে।

৮ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬৬

কি বিচিত্র মণির মালে সাজলে ওগো তুমি
রবি শশী গ্রহ তারা দুলছে মালা চুমি,
মণির বুকে তোমার জ্যোতিঃ রূপের মধুরিমা
রসের সাগর ঢেউ খেলে যায় ছাপিয়ে প্রাণের সীমা।

আকাশ ভরি সুর জাগালে প্রাণের জাগরণী
বিলাইলে গন্ধে মধুর মলয় সমীরণী,
দিগ্‌বিদিগে প্রাণ জাগিছে অগ্নিময়ী শিখা
সকলরূপে সকল কাজে—কারণরূপে লিখা।

আঙ্কুরিত রইলে তুমি সকল ভঙ্গী ভাবে
তোমায় ছাড়ি অহঙ্কারী কোথায় বল যাবে,
অহঙ্কারীর দম্ভ মাঝে দুঃখের চেতনায়
সেও যে তোমার বেদনরূপে ভঙ্গী দেখা যায়।

সকল কামে সকল নামে সকল রূপে মিলে
কি অপরূপ রূপ রচনায় আপনি দেখা দিলে।

৯ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬৭

রোগে শোকে বিপদ দিনে তোমার করুণারে
নাইক যেন ভিক্ষা বলে চাহি তোমার দ্বারে,
সুখের দুঃখের সকল ক্ষণে দৃষ্টি মাঝে তব
তোমার মধুর পরশনে আমায় খুঁজে লব।

চিত্ত যেন তোমার পায়ে অর্পিবারে পারি
নিত্যকালের সত্য মোরে জানতে মনোহারী,
ওগো প্রিয় ওগো বন্ধু ভজব বলে প্রাণ
দাও আলো মোর আঁধার মুছি শক্তি কর দান।

বাসলে ভাল জ্বাললে আলো আমায় নিলে তুলে
মিথ্যা যত কান্নাকাটি সকল যাব ভুলে।

১১ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬৮

ক্ষুদ্র আমার কাজের দিনে ক্ষুদ্র লাভের তরে
ক্ষুদ্র আশার লোভে খুঁজি ক্ষুদ্র দেবতারে,
তাহার মাঝে পরশ তব হয়ত ভুলে যাই
হয়ত আমি হারিয়ে তোমা অন্য কারে চাই।

এম্নি করে আমার পূজা গর্ব্ব বোঝা লয়ে
ক্ষুদ্র আশার সফলতায় নিত্য ছোট হয়ে,
স্বার্থকারায় সার্থকতায় যতই ভরে উঠে
যে পথ দিয়ে মরুর বুকে যখন যে ফুল ফুটে ;

সবার পিছে তোমার প্রিয় মধুর পরশখানি
সবার মাঝে নিত্য কাজে সত্য যেন জানি,
তোমায় যদি হারিয়ে ফেলি হার মানি সর্ব কাজে
ক্ষণিক জ্বলা আলোর ঝলক লুকায় বিষম লাজে।

তোমায় পেলে আর কিছু মোর রয়না পাওয়া বাকী
সকল চাওয়া সফল কর চিত্তে তুমি থাকি।

১২ই ফাল্গুন ১৩৪২

৬৯

চিন্তানদীর স্রোতের ধারা চলছে যে পথ বেয়ে
আপন সুরে আপনি মাতি নিত্য যে গান গেয়ে,
তোমার তরে ব্যাকুল হল দিন রজনী ভোর
তোমার সাথে দেখা যেন হয়গো পথে ওর।

তরঙ্গে তার কুলুধ্বনি হয় না যেন শেষ
শুকিয়ে যেন রসের জোয়ার হয় না মরুদেশ,
নিত্য মধুর সুর সাধনে
দীপ্ত আলো ক্ষণে ক্ষণে,
বক্ষে যেন পুলক জাগায় সফল করি এই জীবনে।

দিনে দিনে বাড়বে যাতে প্রবল স্রোত বেগ
গভীর হবে সুর সাধনা কাটবে হতাশ মেঘ,
যে পথ দিয়ে বইতে দেছ উদার কর তাহা
গভীর কর মধুর কর সকল গীতি গাহা।

মরুর বালু ঝিকিমিকি করছে দূরে দূরে
বিরাম বিহীন চলুক নদী নিত্য চলার সুরে।

১৪ই ফাল্গুন ১৩৪২

৭০

নাইক যদি তোমায় ডাকি না চাই বারেক ফিরে
অবহেলার কঠিন দিনে রও যে আমায় ঘিরে
বিশ্ব জোড়া সবার মাঝে এম্নি করে তুমি
আপন প্রেমে আপনি মজি রইলে হিয়া চুমি।

এই জীবনের প্রথম দিনে প্রেমের পরশমণি
যা' দিয়েছ গোপন মনের ছুয়ে আঁধার খনি,
তারই ব্যাকুল রসে আকুল করছে হৃদয় মোর
ছুটে বেড়াই পরশ মাগি খুলি প্রাণের দোর।

যতই ঘুরি বাহির খুঁজি ততই রোদন রোল
সকল দুয়ার ভরছে, ব্যথায় করছি গণ্ডগোল,
হাত বাড়িয়ে ডাকছ কত বক্ষে আসন পাতি
চোখ ফিরিয়ে চাই না শুধু বাহির নিয়ে মাতি।

ফিরাও ওগো ফিরাও মোরে মিলাও প্রাণের মাঝে
জুড়াও জ্বালা ডুবাও প্রেমে সাজাও তোমার সাজে

১৮ই ফাল্গুন ১৩৪২

৭১

প্রেম বিলালে সবার প্রাণে সমান করি যত
সবাই কি আর জানল তাহা কাহার কাছে কত,
তোমার কাছে নাইক বিভেদ নাইক বড় ছোট
নিত্য তুমি সমান তালে ফুলের মত ফোট।

ওদের বিচার করছে সদা তোমায় আপন পর
কখন রাজা কখন ফকির হীনের হীনতর,
অভেদে এই প্রভেদ তব যে জন তোমা চায়
আপন বলে আপন মাঝে তোমার দেখা পায়।

তাহার তোমার মধুর কেলী নিত্য প্রেম রসে
বাহির পানে যাক্ ছুটে সে থাক না ঘরে বসে,
আঁধার কারার প্রাচীর ভাঙ্গি তোমার আলোকণা
চোখে মুখে পড়ুক যেন না হই অন্যমনা।

তোমার পরশ তোমার প্রেমে মুগ্ধ দিবা রাতি
হই যেন হে জীবন স্বামী রই তোমাতে মাতি।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭২

তোমার কভু পেলে দেখা শুনলে গভীর বাণী
দাঁড় ধরে মোর বসলে পাশে চললে কষে টানি,
ভাবনা কি আর রয় হে কিছু আপনি তবে উঠে
চিত্ত কমল সকল দিকে পাপড়ি মেলি ফুটে।

কণ্ঠে বাজে সুরের লহর ঢেউয়ের তালে নেচে
ভয় কারে কয় রয় না জানা বিজয় গীতি সে যে,
কোন অমরার পরম প্রিয় মধুর তিয়াসায়
পরাণ খানি যায় ভেসে মোর প্রেমের মলয়ায়।

নিরুপায়ের মত আজি অবহেলার ভরে
একলা বসি তরীর বুকে তোমায় প্রিয় স্মরে'
বিপুল নদীর বিশাল ঢেউ তরীর গায়ে লেগে '
আঘাত দিয়ে চলছে কত নিঠুর কঠিন বেগে।

মাঝির তরে রইনু বসে দৈন্য বেদন বহি
কোথায় ওগো পরশমণি, উঠছে পরাণ দহি।

২০শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৩

চলেছি পিছল পথে তব সাথে সাথে
পড়ে যেন নাহি যাই রেখো ধরি হাতে,
তব প্রেম করুণার বাদলের ধারে
ভাসাইয়া ডুবাইয়া মোরে বারে বারে ;

আমার জীবন ভরি এসো মোর মাঝে
নব নব রসে ভাবে নব নব সাজে।
চোখে মুখে বক্ষে হাসি তনু পুলকিত
বিশ্বময় প্রাণে মোর হোক অনুমিত।

নিত্য তব সুধাভাণ্ড অন্তরে ঢালি
দূর কর তৃষ্ণা ক্ষুধা মর্ম্মে দাও জ্বালি
একান্তে মঙ্গল দীপ, আলো মধুরিমা
কেবল বিলাক সুখে তোমার মহিমা।

তোমার আমার মাঝে রাখিও না বাধা
তব প্রেম সত্য হোক প্রাণে মোর সাধা।

২২শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৪

আমার গোপন অঙ্গনেতে ক্ষণে ক্ষণে হাসি
চপল মধুর দৃষ্টি হানি বাজাও এ কোন বাঁশী,
হৃদ্‌যমুনার উছল জলে নিত্য কেলী তব
ধরার শ্যামল কোলে তোমার নৃত্য অভিনব।

রসের সাগর অতল তলে ডুবাও ব্যাকুল হিয়া
ওগো আমার জীবনবন্ধু প্রাণবিনোদিয়া,
সত্য কর সফল কর মধুর কর প্রাণ
দূর কর সব তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান।

তোমার রূপের মোহন আভা প্রাণের মধু সুর
আমার প্রাণে প্রেমের গানে করল ভরপুর,
বিনোদ বাঁকা শ্যাম জলদে তড়িৎরূপলেখা
গোপন গহন কুঞ্জে যেন তোমার আমার দেখা।

হৃদয় মাঝে বৃন্দাবনে প্রেমের বিহার কেলী
আমার মাঝে তোমায় নিয়ে দেখি নয়ন মেলি।

২৩শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৫

নিবিড় প্রাণের গহন কোণে বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে
মুঞ্জরিত প্রেমের ফুলে কৃষ্ণ অলির গুঞ্জরণ,
ফাগুন মায়া মধুর ক্ষণে চিত্ত দোলায় আকুল মনে
প্রাণের পথে প্রেমের বিহার নিত্য নব সঞ্চরণ।

কোকিল ডাকে বকুল ডালে মালতিকার ফুল্লমালে
তমাল বঁধুর শীতল ছায়া উতল হল ব্যাকুল বায়,
ময়ূর নাচে মধুর তালে আলো ছায়ার স্বপন জালে
রঙ্গে চলে রঙ্গমতী অনঙ্গেরি মোহন ঘায়।

নীল গগনের জলদবুকে তড়িৎরাণী রইল লুকে
আপনাকে সে মিলিয়ে দিল সবখানি তার বিলিয়ে দিয়ে,
কল্লোলিনী গাইছে সুখে তরঙ্গের অই হর্ষ মুখে
শ্যাম প্রেয়সীর মর্ম্মগাঁথা নবীন রসের ভঙ্গী নিয়ে।

প্রেম প্রকাশের মোহন ছবি আবেশ মাখা চতুর ছাঁদে
বিশ্বকবির অরূপরতন পড়ল ধরা রূপের ফাঁদে।

২৪শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৬

আজি কি মধুর প্রভাত কিরণে এসেছ আমার দ্বারে,
শ্যামল গগনে আলো ঝলমলি
জলদ অঙ্গে উঠেছ উথলি—
কুয়াশা বিছানো তৃণপথে তুমি আসিলে তিমির পারে।

হিরণ কিরণে দোলায়ে মালিকা
স্নিগ্ধরূপের যেনরে বালিকা,
শিশির সিক্ত নয়নে হেরিছ উষার আবেশে কারে!

নিশির জড়তা কাটায়ে এসেছ
আলোকঅধরে চুম্বন দেছ—
আমার মাঝারে তুমি যে জাগিয়া উঠিতেছ বারে বারে।

বিজন ভবনে নয়নে নয়নে দাঁড়ায়ে কুটির দ্বারে
কি মধুর সুর জাগালে পরশি মর্ম্মবীণার তারে!

২৫শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৭

আঘাত তোমার যতই কঠিন হোক
জীবন ঘেরি রহুক আমার যতই দুঃখ শোক,
সবার মাঝে পরশ তব
সত্য হয়ে জাগুক নব
আমার প্রাণে তোমার প্রেমে ভাসুক নরলোক
সকল ব্যথা ধন্য করি
সকল কাঁদায় তোমায় স্মরি,
আনন্দেরি ঝর্ণা আনি মরুর বুকে ফুল ফোটানি
দূর করানো তোমার হাতে সকল বেদন শোক,
ওগো আমার পরশমণি সকল ভাবে তোমার পরশ
সত্য আমার হোক

আমার মাঝে আমায় তুমি হরণ করি লও
স্মরণ পথে নয়ন পথে সজাগ তুমি রও,
অহমিকার দারুণ বোঝা চরণ তলে দলি
এসো আমার চিত্তহরণ চিন্তারথে চলি।
তোমার রূপে তোমার রসে তোমার চেতনায়
বাহির ভিতর ডুবুক ওগো তোমার ভঙ্গিমায়।
তোমার প্রেম তোমার ভাষা ধরায় ধন্য হোক
সত্য কর নয়ন পথে মর্ত্ত নরলোক।
ওগো আমার হৃদয় হরণ ভুলাও বেদন শোক।

২৭শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৮

সন্ধ্যা বেলা তোমার কাছে যখন বসেছিলাম
নাইক ছিল প্রদীপশিখা নাইক গন্ধফুল
দেউল ছিল নীরব নিথর আঁধার ঘন শ্যাম
উঠল দুলে তাহার মাঝে আমার প্রাণের কূল।

রূপের ফাঁদে অরূপ তব স্বরূপ ধরার লাগি
চিত্ত দোলায় আসন রচি তোমার তরেই জাগি,
তোমার নামের মধুর রসে কণ্ঠ ভরেছিলাম
চক্ষু মুদি অন্তরেতে দৃষ্টি খুলেছিলাম।

দেখেছিলাম বৃন্দাবনে শ্যামল তমাল বন,
সেই যমুনা তরঙ্গিনীর নৃত্য সুঞ্চরণ,
সেই চাঁদিনী ঝর্ণাধারা সেই যে কুঞ্জকেলী
তনুর মাঝে অতনুর সে নিত্য রসের কেলী।

আলো ছায়ার মিলনে সেই মধুর পরশখানি
আমার মাঝে তোমায় এমন নিত্য দিও আনি

২৮শে ফাল্গুন ১৩৪২

৭৯

তুমিত আসনি একা
তোমার সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
বিশ্বপ্রেমের মাধুরী লেখা,

শীতের কুহেলী আড়ালে তোমার নবীন অরুণ কান্তি
দিয়াছে পরাণে কত সুরে গানে মুক্ত বিহানে শান্তি।

গগনে গগনে নীল নীলিমায়
হিরণ কিরণে মাধুরী ছড়ায়
সিক্ত ধরার শ্যামল বুকেতে
মুক্তা মালার পড়েছে রেখা
তুমিত আসনি একা।

সহস্র কর ব্যাকুলি বাড়ালে
কি মধু হাসিতে হৃদয় জড়ালে
আকাশে বাতাসে তৃণলতা পাশে
আঁধার কুঞ্জকুটির সকাশে
প্রেমের পরশে পুলক বরষে
ভূলোক দ্যুলোকে মোহন বিলাসে সব সাথে দিলে দেখা।
তুমিত আসনি একা।

ফুল বনে বনে ফুটায়েছ ফুল
মৌমাছি প্রেমে হয়েছে আকুল
বিহগ বিহগী তমাল শাখায়
তব প্রেম গাথা তোমারে জানায়
বেণু বনে বায়ু বাঁশরী বাজায়
গোঠের ধেনুরা তব পানে চেয়ে
গোচারণে অই দিয়াছে দেখা।
তুমিত আসনি একা।

২৯শে ফাল্গুন ১৩৪২

৮

(তুমি) আপন মহিমা বিলায়ে পরাণে কোথায় রহিলে গোপনে
ওগো সুন্দর হৃদিমনোহর এসো এ বিজন ভবনে।

তুমি জাগো মোর নয়নে নয়নে
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে
তোমারি সৌম্য মোহনকান্তি যেন গো নেহারি সঘনে।

তব প্রেমালোকে খুলিয়াছি প্রাণ
মধুর আবেশে পাতিয়াছি কান
শোনাও শোনাও শোনাও সে গান যে গানে ভুলিব ভুবনে।

তুমি গো আমার পরশ রতন
করিয়াছি তোমা কত অযতন
তবু আশা মনে ওচরণে স্থান আপনার বলি দিবে গো যতনে।

৩০শে ফাল্গুন ১৩৪২

৮৭

বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ তুমি জনম মরণ-পারে
জীবন ঊষার অরুণ প্রভাতে দাঁড়ালে আমার দ্বারে।
দিনে দিনে হয় ক্ষয় ক্ষতি যত
সুখ-বেদনার বোঝা অবিরত,
জীর্ণ জীবনে বহিয়া বহিয়া নিয়ে চলি আপনারে
মরণের মাঝে তুমি যে জীবন দেখা পাই বারে বারে।

চির সুন্দর তুমি মনোহর
নাহি শেষ তব তুমি হে অমর,
নতুনের মাঝে কত পুরাতন পুরাতনে নবরূপ,
অনলে অনিলে সলিলে নিখিলে স্থির তব অপরূপ।

মারণঅস্ত্র মানে পরাভব
তুমি থাক শুধু যবে ছাড়ে সব
তোমা হতে বাজে অমৃতের সুর চিত্তবীণার তারে,
জীবনে মরণে জনমে জনমে দেখি তোমা বারে বারে!

৪ঠা চৈত্র ১৩৪২

৮২

তোমার আভাস আমি যে পেয়েছি
তাহা কি আমার ভুল ?
জাগিতেছে মনে কত ক্ষণে ক্ষণে
জীবন মরুতে ফুটাতে ফুল।

তুমি মেঘরথে সুরলোক হতে
নিরালা আমার বাতায়ন পথে
এসেছিলে করি নুপূরের ধ্বনি
মুখর করিয়া বাদল রজনী
সজল নয়নে চুম্বিলে ধীরে
সে সুখের আর নাহিক তুল।

বিষাদে বিধুর হৃদয়, আঁধারে
শূন্য কখনো হলে চারি ধারে ;
তারি মাঝে মধু পরশনে আলো
অন্তরে যবে নিরজনে ঢাল
তাহাতে গলে যে হাসির ঝরণা
নহ কি তুমি সে প্রীতির মূল ?

রূপসীর নব যৌবন মায়া
অন্তরে আঁকে যেই রূপছায়া,
বিশ্ব প্রকৃতি ছন্দের নাচে
ঋতুচক্রে যে অমৃত যাচে
তাহাতে কি তুমি প্রেমের ভাষায়
বলনা কেবলি 'মরণ ভুল' ?

রূপে রসে বাসে প্রিয় মোর প্রাণে
যত দেয় ধরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ;
যত শুনি গান যত দেখি ছবি
আনন্দ তাহে যত পাই সবই
তোমারই মোহন ভঙ্গিমা সুর
হৃদয় যমুনা করা আকুল।

তোমার আভাস আমি যে পেয়েছি
তাহা কি আমার ভুল ?

১লা মাঘ ১৩৪২

৮৩

আজিকে তোমার একি এ কান্তি
রূপসী অঙ্গে উছলি পড়ে!
তনু ভরা লয়ে ভাবের মাধুরী
একি বেশে তুমি কর মনচুরি
গোপন মরমে এসো ঘুরি ঘুরি
কত যে মধুর স্বপন গ'ড়ে।

তব হাসি কত অধরে মিলায়
নয়নে তিয়াসা ব্যাকুলি উঠে
গণ্ডের রাঙ্গা অরুণিমা সাথে
উঠ জেগে প্রতি বিমল প্রাতে
তোমার অরূপ রতন পিয়াসে
হৃদি মন কাঁদে পড়িয়া লুটে।

রূপসীর প্রিয় গোপন মরমে
নীরবে যতই লুকাও তুমি,
সকল আড়াল মোচন করিয়া
তব রূপশিখা ভঙ্গি ধরিয়া
ও দেহ দেউলে দেখা দেয় মোরে
আবেশে তা' যায় আমারে চুমি।

এমনি তোমার রসের সাগরে
ডুবাও আমারে ডুবাও প্রিয়,
নন্দিত যত বন্দিত যত
সকলেরে লয়ে প্রেমে অবিরত
অজানার মাঝে তোমারে জানায়ে
জীবনে মরণে পরশ দিও।

৩রা মাঘ ১৩৪২

৮৪

সকলেরে যদি ভুলে যাই প্রভু খেদ নাই তোমা পাইলে সাথী
আমার আঁধার কুটির দুয়ারে উঠিলে জ্বলিয়া তোমার বাতি।
কত রজনীর সুপ্তি, স্বপনে কেটে গেছে তোমা হৃদয়ে পেতে,
নয়নে পরাণে খেলেছে বিজলী তব আশে প্রাণ পুলকে মেতে

দুর্যোগ রাতে বন্ধুর পথে নয়নে যখন গড়ায় জল
জানি না তুমি যে কি মায়া পরশে অবশ পরাণে জাগাও বল।
কত না অসীম করুণার আশে বক্ষ আমার উঠেগো দুলি
তোমার মাঝারে অজানারে জেনে তব পথে হৃদি যাইলে খুলি।

এসো এসো মোর সমুখে দাঁড়াও মোহন পরশ দাও হে আনি
জীবন মরণ করিব সফল দাওহে অমৃত মধুর বাণী।
আমি আর তুমি ভেদ মিটে যাক অহমিকা যাক সকলি টুটি
ওগো চিরসাথী জীবন বন্ধু আপনি উঠগো আমাতে ফুটি।

তোমার চরণে নিবেদি আমার যা আছে সকল কামনা জাল
লও লও তুমি লওহে আদরে আমার এ দীন বরণ মাল।

২২শে ফাল্গুন ১৩৪২

৮৫

দারুণ রোগে ভোগের দিনে অধীর ছিনু যবে
বহুজনের মধ্যে ছিলেম নিরুপায় এ ভবে
কেউ বা গেল পাশ কেটে মোর কেউ বা বারেক চাহি
হৃদয় বিহীন দুটি কথায় এল ব্যঙ্গ বাহি।

এরি মাঝে অহর্নিশি নিঠুর যাতনায়
একলা ঘরের আঁধার কোণে অশ্রু ঢেলে হায়
কতই তোমা ডেকেছিনু কাতর প্রাণে প্রভু
তোমার কানে সে ডাক ওগো পশেছে কি কভু?

জানিনা কোন ইচ্ছা দিয়া হঠাৎ টেনে মোরে
নিয়ে গেলে অপর গৃহে এম্নি উদাস্ করে,
তথায় যাঁরা হৃদয় দিয়ে স্নেহে মমতায়
যে বিচিত্র সেবার মাঝে ঘুচিয়ে যাতনায়;

তুলল আমায় সজাগ করে তোমার দিকে প্রাণ,
ভুলব না সে তাহার মাঝে প্রেমের তব দান।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৮৬

কেমন করে জানাই বল পরাণখানি মোর
দহন জ্বালা সহি যে কত দিন রজনী ভোর,
গৃহছাড়া পথের মাঝে জন্মেছিনু যবে—
সে দিন থেকে দীন ভিখারী বেড়াই ঘুরে ভবে

সর্ব্বহারা ছন্নছাড়া ছিন্ন হৃদি বহি
দিন রজনী দ্বারে দ্বারে কতই বেদন সহি
ভিক্ষা মেগে পথে পথে পথের পরিচয়ে
বিফলে মোর দিন কেটে যায় শূন্য ঝুলি বয়ে।

কখন ফিরি শ্মশান বুকে কখন ফুলবনে
ভোলানাথের আসন রচি কখন মনে মনে
সবায় তুমি ঘর দিয়েছ পর করেছ মোরে
পথ দিয়েছ যা' আছে মোর সকল হরণ করে।

আসবে কি গো জীবন মাঝে পূর্ণ থালা হাতে
কাঙাল পান্থ বৈরাগীর এ মুক্ত আঙিনাতে।

৬ই চৈত্র ১৩৪২

৮৭

ঘর ছাড়া এ পথিকটিরে পথের পানে লও
তোমার পথের পানে লও,
নিত্য আমার নয়ন মনে পূর্ণ হয়ে রও।

আমায় যেন আমার বলে
তোমার নামে নানান ছলে
তোমার কাজে ভুল করি না, যাহা না তুমি কও,
কর্ম্মে আমার মন্ত্রী সেজে চিত্তে আমার রও।

তোমার কাজে যোগ্য তুমি,
আমার মাঝে কর্ম্ম ভূমি
আপনি কর মনের মত
আমায় নিয়ে কর্ম্মে রত, আপনি তুমি হও।

তোমার লীলা তোমায় সাজে,
তোমার গুণে চিত্ত মাঝে
আলোর পুলক জাগলে কভু বিশ্বে তাহা বও,
যাহার চোখে লাগুক যেমন
সবি তখন পরশ রতন
তোমার লীলা সৃষ্টি ছাড়া সবি তুমি হও।
ঘর ছাড়া এই পথিকটিরে পথের পানে লও
তোমার পথের পানে লও।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৮৮

ভালবাসা যেন কৃপাকণা মত
মিছে মনে নাহি দেখাতে যাই,
আকুল পরাণে প্রেমের সাধনে
জীবনে মরণে তোমারে চাই।

যত কপটতা যত সংশয়
দূরে রাখে মন প্রেম নাহি হয়,
মলিন গোপন মর্ম্ম খুলিয়া
দেখাব যা' আছে সকলি তাই

তব করুণার প্রেম পরশনে
পাপ মুছে তোমা বরিব যতনে,
কলুষ পুষিয়া ভুলাব কেমনে
একান্ত যদি তোমারে চাই।

অজানা তোমার কিছু নাহি জানি
তবু না জানালে নাহি কাটে গ্লানি,
সহজ সাধনে অকপটে প্রভু
যেন গো তোমারে নিয়ত পাই।

ভালবাসা যেন কৃপাকণা মত
মিছে মনে নাহি দেখাতে যাই।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৮৯

কত গান শুনাইলে কতবার গেয়ে
সকলি রয়েছে মোর পরাণে ছেয়ে,
সুরে সুরে সুরময় ভুবন ভরি
কত ভাব কথা দিয়ে নিয়েছ বরি।

তোমার সুরের মধু আকাশে ছড়ায়
দিকে দিকে সকলের কণ্ঠ জড়ায়,
কত আশা কত ভাষা কত কথা আজি
বাহিরে ভিতরে তাই উঠিয়াছে বাজি।

শেষ নাই ক্ষয় নাই অনন্তে মনে
কত যায় কত আসে কত নিরজনে,
তোমার সুরের ঢেউ লহরী তুলি
মালা হয়ে আসে মনে আপনি দুলি।

কণ্ঠে তুলিয়া তাহা আনন্দে মাতি
তোমারে স্মরণ করি গাহি দিবারাতি।

৮ই চৈত্র ১৩৪২

৯০

ব্যথা লাগে ব্যথা লাগে ব্যথা লাগে করি
তোমায় প্রিয় নিবিড় করি প্রাণেই যেন বরি।
সকল ব্যথা হয় যেন সুখ তোমার সাধনায়
দুঃখ বেদন ফুলের মালা তোমার ভাবনায়।

দুঃখ পাই দুঃখ পাই দুঃখ পাই যত
তোমার দেওয়া বলেই চাহি তাই যে অবিরত,
তোমার দেওয়া দুঃখের মাঝে তোমার প্রেমে প্রভু
ধরব তোমায় বরব তোমায় হোক না মরণ তবু।

সকল ব্যথা ধীরে ধীরে সুখের হবে জানি
সইব সবই তোমার প্রেমে ডুবলে হিয়া খানি,
আজ বলি যা' দুঃখ দুঃখ কাল হবে তা সুখ
আজকে ঝরা অশ্রু মাঝে ভরবে যে কাল বুক।

উঠবে অধর রঙিন হয়ে পরশ রাগে তব
যতই তুমি প্রাণের মাঝে আসবে অভিনব।

৯ই বৈশাখ ১৩৪৩

৯১

যমুনাতে নাইতে ছিনু দিনের অবসানে
কাল জলের ঢেউয়ের সাথে তোমায় পেনু প্রাণে,
কত ভঙ্গীবাঁকা রূপে খেললে রস খেলা
নীল যমুনার সজল রূপে সেদিন সন্ধ্যা বেলা।

যেদিক পানে ফিরাই আঁখি তোমায় দেখি যেন
কি যে মধুর পরশ রাগে,—পাইনিকো আর হেন ;
সকল অঙ্গ পুলকে মোর উঠল ছুলি ছুলি
রূপ মাধুরী নিলাম সুখে হিয়ার মাঝে তুলি।

নীল গগনের খানে খানে জ্বল্‌ল তারার বাতি
আমি তুমি যমুনাতে ছিলাম প্রেমে মাতি,
তোমার মাঝে বারে বারে ডুব দিয়েছি কত
গান গেয়েছি তোমার সুরে ঢেউয়ের তালে শত।

তোমার সাথে মিলন প্রভু আমার যমুনায়
নবীন রসে নবীন রাগে নবীন ভঙ্গিমায়।

১৬ই বৈশাখ ১৩৪৩

৯২

আধেক নহে আধেক নহে সবখানি চাই তব
ক্ষণেক নহে বারেক নহে নিত্য চাহি নব,
দিন রজনী মনের মাঝে উঠছে জাগি জাগি
ব্যাকুল তৃষা তোমার প্রভু মধুর পরশ লাগি।

তোমার লাগি রইল খোলা দুয়ারখানি মোর
আসবে বলে অঙ্গনেতে দিন রজনী ভোর,
তোমার দেওয়া প্রাণের দানে ভরবে হিয়াখানি
সবখানি দাও সবখানি দাও নহে আধেক খানি

তোমার আলোর মহিমাতে প্রাণের সকল দিক
নবীন পুলক রসে দিল লক্ষ্য করি ঠিক,
আঁধার কোণও উজল হল, দেখছি সবি আজ
আলোর মাঝে ঘুচল ভীতি কাটল মোহ লাজ।

সবখানি প্রাণ চায়গো তোমা পূর্ণ করি নিতে,
সবখানি দাও সবখানি দাও বেদন ভরা চিতে।

১৮ই বৈশাখ ১৩৪৩

৯৩

ভিড় করি দাও ওগো প্রভু মিলন মহোৎসবে
কে জানে আর এমন সুদিন মিলবে আবার কবে !
আনন্দে মোর সকল দুয়ার আপনি যাবে খুলে
বিশ্ব মোহন আলোয় তোমার বিশ্ব যাব ভুলে।

ব্যাকুল বাহু বাড়াইব লুটব মধুরিমা
মেলার ভিড়ে লইব চিনি আনন্দেরি সীমা,
দিকবিদিকে হেরব তব আনন্দময় হাসি
ঠেলাঠেলির মাঝে সুখের ভালবাসাবাসি।

কত হাসি কত কথা কত কোলাহল
নবীন প্রাণের আবেগ ভরা জাগবে নব বল,
ভিড় কমিলে ভাঙবে মেলা ভাঙবে দোকান পাট
তুমি যখন পড়বে সরে শূন্য রবে মাঠ।

তবু এত ভিড়ের মাঝে মুগ্ধ চিতে চাহি
তোমায় প্রভু দিন রজনী তোমার সুরে গাহি।

১৯শে বৈশাখ ১৩৪৩

৯৪

ছড়িয়ে চরণ বসলে কাছে উজল করি বাতি
বিজন ক্ষণে যখন এল স্বপ্নময়ী রাতি
সকল অঙ্গ ছাপি তোমার ঝরণাধারা মত
পুলক ঢালা রসের ঢেউ ছুটল অবিরত।

চোখে মুখে বুকের মাঝে সেকি ভঙ্গিমায়া
আবেগ ভরে দেখাইলে স্বপন ঘেরা কায়া,
মোহন তব রূপসাগরে পরশমণি খানি
তুমি যেন আদর করি মর্ম্মে দিলে আনি।

আগ্রহে আর আকুলতায় ব্যাকুল করি মন
মিলন মধু সোহাগ রসে ভরল বিজন ক্ষণ,
বিদায় দিনে হৃদয় দেওয়া নিবিড় নিবেদন
ম.নর মাঝে মায়াপুরীর করল আয়োজন।

ভুলবনা গো ভুলবনা সে সুখের স্বপন রাতি
ছড়িয়ে চরণ বসলে যখন উজল করি বাতি।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

৯৫

তোমার চাওয়ার মত ওগো তোমার মনোমত
কবে হব নিত্য প্রেমে তোমার কাজে রত,
এখনো যা' করতে নারি এখনো যা' বাধে
এখনো যে ব্যর্থ আশা বুকের মাঝে কাঁদে ;

মিথ্যা নাহি হবে এসব মিথ্যা নাহি হবে
আসবে সুদিন মিলব আমি প্রাণের মহোৎসবে।
আলোর প্রদীপ আঁধার প্রাণে নিত্য রেখো জ্বেলে
সকল বাধা ভয়কে যেন ফেলতে পারি ঠেলে।

তোমার সাধন পথে যেন মন টলে না মোর
জাগুক মনে অভয় বাণী দিনরজনী ভোর ;
তোমার আশিস্ মাথায় বহি সংসারেতে আজ
বাহির হলেম চলতে দলি মিথ্যা ভীতি লাজ।

সুযোগ সুদিন হবেই হবে তোমার সাথে প্রভু
নিত্য মধুর মিলন তৃষা যায় না যেন কভু।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

৯৬

জন্ম মৃত্যু পলে পলে দেহযন্ত্রে আসে যায়
কত ভাঙ্গা কত গড়া
কত ওঠা কত পড়া
কালের কঠিন পথে কত শান্তি বেদনায়।

সংসার পথিক অই সংগ্রামের সহচর
শতছিন্ন মায়া কন্থা অঙ্গেতে জড়ায়ে
করে গণি জীবনের হিসাব নিকাশ
চলিয়াছে জরা বহি কাঁপি থর থর,
উর্দ্ধপানে কৃপা মাগি দু'কর বাড়ায়ে
ঘন ঘন হতাশার ফেলি দীর্ঘশ্বাস।

সাগর মরুর পথ অতিক্রম করি
কতদিন কতরাত হাসি কান্না সাথে
গলাগলি সখাসখী সোহাগের ভরে
শত্রুর বিষের ব্যথা নিয়াছে আবরি ;
প্রিয়ার বরণমালা কণ্ঠে দোলাতে
দিশাহীন শঙ্কাহীন নিরজন ঘরে।

আজি যদি অস্তাচলে সন্ধ্যা ছায়ায়
বন্ধুর পথের শুষ্ক কঠিন পাথরে
চরণের চলা তার বন্ধ হয়ে আসে
পাণ্ডুর কিরণজাল অঙ্গে ছড়ায়,
হিসাবের অঙ্ক পাত রহে যদি করে
ধীরে ক্লান্ত আঁখি পাতা রুদ্ধ হয়ে আসে,

স্বপ্নময় ইন্দ্রজালে স্তিমিত এ রাতে
আজন্মের গ্রন্থ যদি খোলে পাতে পাতে
দেখিবে না জীবনের শুভ্র চিহ্নগুলি
ক্ষয় ক্ষতি মরণের মসীদাগ পাশে,
পলে পলে প্রতিযোগী হয়ে চলি চলি
উভয়েতে মিলিয়াছে শূন্যময়াকাশে !

মরণেরে ব্যঙ্গ করি জীবনের যাত্রাপথে
নিত্য যেই শকতির ইচ্ছা সহচরী
অমৃতের লালসায় সাধনার প্রাণ রথে
বেঁচে বেঁচে উঠিয়াছে শতবার মরি।

নিদ্রা নাই চক্ষে তার লক্ষ্যে ছুটিয়াছে
মুক্ত পথবাহী সে যে দেহে দেহান্তরে
খুঁজিতেছে আপনারে দিবে কার মাঝে
কোথা সে নবীন হবে কর্ম্মে রূপ ধরে ?

দেহেরে মরণ কোলে সমাহিত করি
চিন্তা নেয় অমৃতেরে কণ্ঠে আবরি।

১৭ই ভাদ্র ১৩৪২

৯৭

বিপুল প্রেমের উৎস দিয়াছিলে যত
অন্তর আবেগে তাহা ফুলি ফুলি উঠি
ব্যাকুল করিল মোরে জীবনে নিয়ত
কস্তুরী মৃগের প্রায় করি ছুটাছুটি।

এ পথে ওপথে কত বিপথে ঘুরিয়া
সায়াহ্নে চলেছি কোন পান্থশালায়
ক্লান্তি ভরা জীবনের গুরুভার নিয়া
জানি না বিরাম কোথা কার অঙিনায়?

পরাণের ভালবাসা লীলায়িত করি
উৎসারিত করিয়াছ পথে পথে যত
বিনিময়ে বেদনারে বোঝা বোঝা ভরি
স্কন্ধে মোর চাপিয়াছ তারি ভাবে নত।

রুক্ষ মরু পথে আমি উষ্ট্র কাঁটাভুখ
অনল সাগরে যেন ক্লান্ত হয়ে চলি
আঘাতে আঘাতে যত সয়ে সয়ে তুখ
চক্ষে লয়ে অশ্রু বহি বক্ষে রস থলি।

আবেগের উৎস মুখে হৃদয় সম্পদ
পথে পথে তব নামে এসেছি যা' ফেলে,
তারি পূণ্যস্মৃতি লয়ে পূজার উৎসব
করি শুধু তোমা সাথে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে

স্বপ্ন জাগে চোখে কত অগ্নি দহে প্রাণ
তুরন্ত বৈশাখী ঝড়ে বাহিরে প্রলয়,
দিনান্তে একান্তে শুনি তারকার গান
আবেশে বিলোল প্রাণে নব ভাবোদয়।

ওগো মোর জীবনের মধু ভালবাসা
পরশনে প্রাণ যবে মুগ্ধ করি দাও
মর্ম্মে তোল অন্তহীন আনন্দের ভাষা
সুন্দরের অপরূপ যখনি জাগাও।

হৃদয় দোলায়ে তুমি রূপ-সুষমায়
অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আলোকে পুলকে
উতল আবেগে তুমি এ বিশ্ব সভায়
বাহিরিয়া এসো নেচে পলকে পলকে।

নরলোকে দূরলোকে আকাশে বাতাসে
গহনে গহ্বরে আর কান্তারে কাননে
তোমার অন্তররূপে সকলি বিকাশে
বিচিত্র মধুর হয় ভাঙে ক্ষণে ক্ষণে।

নয়নে স্বপন মাখি ভাঙি হৃদি ঘট
অনন্তের মাঝখানে হে প্রেমসুন্দর
দশ বাহু বিস্তারিয়া মনমোহ-পট
খুলিয়া ডাক যে লয়ে সকল অন্তর।

জীবনের ক্ষুদ্র কথা অনর্থের ব্যথা
তখন সার্থক হয় ফুল সাজে সাজে
যখন চৌদিকে হেরি বিশ্ব অভিনেতা
ভিতরে সাজিয়া আসে বাহিরের মাঝে।

অন্তরে বাহিরে এই যত আনাগোনা
হৃদয়ের রঙে রসে প্রেমে জানা শোনা
বাহিরে বিচিত্র বেশে যত জাল বোনা
অন্তর আড়ালে উহা নগ্ন খাঁটি সোনা।

উলঙ্গেরে ঘেরি যবে শোভে আভরণ
অন্তরের আলিঙ্গনে বাহির জড়ায়,
ঊর্ম্মি উঠে মর্ম্ম মাঝে শিরায় স্পন্দন
ব্যাকুল হৃদয় প্রেমে দুবাহু বাড়ায়।

তারি মাঝে সত্য হয়ে ওগো ভালবাসা
অবিরাম ফির তুমি ভুবনে ভুবনে,
উদ্বেলিত প্রাণে তুমি মধুর তিয়াসা
বিরহের অন্তরালে অশ্রু দু'নয়নে।

ভালবাসা, তব সাথে আশামধুরিমা
যেদিন বাঁধিয়া দিলে প্রেমিকের প্রাণে,
ব্যর্থতার বেদনার রাখ নাই সীমা
তাহারই রোদনধ্বনি ভেসে আসে কানে

তোমারি উতল স্রোতে সকলি ভাসিল,
ভেসেআসা প্রাণে প্রাণ মিলে নিরালায়
আবার আকুল বেগে হয়ত চলিল,—
কত আশা কতদিকে কত ভেসে যায়।

তোমারি স্রোতের ধারা জানি আমি জানি
অশেষ অসীম তাহা ; তার মাঝে আশা,
ক্ষুদ্র হয়ে ভেসে যাক ; পরশনখানি
বেঁচে থাক ; আর মোর মধু ভালবাসা।

১৬ই পৌষ ১৩৪১

৯৮

আমার একলা বিজন ঘরে তুমি কে এলে এমনি,
তোমায় আর ত দেখিনি

তামার আঁখির আলো উঠলো হেসে
হৃদয় আমার উঠলো নেচে গো,
রূপসী, দেখিনি—যেন তবু চিনি চিনি ;
তোমায় আর ত দেখিনি।

আঁধার ঘরে প্রদীপশিখা,
তুমিই প্রাণের দীপালিকা,
নিত্য কত প্রেমের পূজায় মনের বেচাকিনি,
কখন উছল কখন উজল কখন মায়াবিনী ;
তোমায় আর ত দেখিনি।

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪২

৯৯

খুলিয়া এসো তিমির দুয়ার এসো জ্বালিয়া বাতি,
এসো এসো মোর রূপ মনোহর মধুর পুলকে মাতি।
ঘন ঘন মোর হৃদি শিহরণ
পথে পথে চলা চঞ্চল মন
তোমারি মধুর মাগিছে মিলন তোমারি আসন পাতি।
পুলকিত তনু আলোকে বিভোর
কর কর ওগো সুন্দর মোর,
আজি এ আমার আকুল পরাণে এসো গো মরম সাথী।

১৫ই মাঘ ১৩৪২

১০২

তোমায় যেন এই জীবনে হারায় না মোর মন,
এম্নি করে পরশ দিও পরশ রতন।
সবার চলা পথের মাঝে
তোমায় দেখি নবীন সাঝে
পথ জুড়ে মোর প্রাণের সাথে গোপন আলাপন।

নাইবা হেথায় কদমকেশর নাইবা কেয়াবন
তমাল তলে নাইবা কেলী নাইবা নিধুবন,
নিত্যকালের বংশীধ্বনি
তোমার আমার মধ্যে শুনি,
হৃদ্-যমুনায় উতল তালে আকুল আবাহন।

১১ই আষাঢ় ১৩৪২

১০৩

আমায় তুলিয়ে নিয়ে যাও,
তুলিয়ে নিয়ে যাও রে বন্ধু
আমায় ভুলিয়ে নিয়ে যাও।

এই যে তোমার নদীর ধারে
একলা বিজন কুটির দ্বারে
আকুল প্রাণে রইনু চেয়ে
কি গান তুমি যাও রে গেয়ে
কি গান গেয়ে যাও।

উদাস তোমার আঁখির পাতে সন্ধ্যা তারা কাঁদে,
ব্যাকুল কেশের পরশ পেতে লোটায় দোলন চাঁদে,
আমার পরাণ তারি সাথে
চায় মিলাতে বিজন রাতে
তোমার চরণ তলায় সুখে।
আমার পানে চাও রে বন্ধু
তুমি—আমার পানে চাও।

জীর্ণ আমার এই কুটিরে ছিন্ন আসন পাতি
তোমার তরে কেঁদে কেঁদে কাটাই দিবা রাতি।
এই নদীতে পারের তরী
কতই জনম এমন করি,
আমার পানে চেয়ে চেয়ে
কতই বেয়ে যাও রে বন্ধু
তুমি—কতই বেয়ে যাও।

১২ই আষাঢ় ১৩৪২

১০৪

আজি বরষা বাদল ধারে
• প্রিয় এসো হৃদয় দ্বারে, প্রিয় এসো হৃদয় দ্বারে।

নিঝুম রজনী তব পথ গণি
একা একা যাপি ওহে গুণমনি,
নয়নে বাদলধারা
ঝরিছে নিশীথে সারা.
বিরহী পরাণে একি হাহাকার বিফলে বেদনা ভারে।
প্রিয় এসো হৃদয় দ্বারে।

শতদল

গুরু গুরু অই মেঘ গরজন
চপলা চমকে হানিছে নয়ন,
একি এ ভীষণ রাতি
নিবে যায় বুঝি বাতি,
আমার মাঝারে একি ঝড় দোল
একাকী পরাণ পারে।
প্রিয় এসো হৃদয় দ্বারে।

চোখে নাহি ঘুম নাহি কাটে রাতি,
কোথা প্রিয়তম কোথা প্রাণ সাথী ;
হিয়ার মাঝারে আস
মিলন মধুরে হাস
মরমে মরমে দাওহে পরশ ডাকি তোমা বারে বারে।
আজি বরষা বাদলধারে।

৭ই চৈত্র ১৩৪২

১০৮

তরী বেয়ে যায় বুঝিরে পারের মাঝি অই,
ওদিক পানে আকুল হয়ে আমি নয়ন মেলি রই।

ব্যাকুল তাহার মনের বাণী
গানের সুরে দেয় রে আনি
আমার—বাদল দিনের ব্যথার কথা আমি কাহার কাছে কই!

ভরা নদীর কুলে কুলে
যায়রে তরী দুলে দুলে,
আমার ঘাটে লাগছে রে ঢেউ পরশ তারি লই,
এই নদীতে এমন দিনে
আসবে প্রিয় নিব চিনে
তার—পথের পানে চেয়ে চেয়ে আমি কত বেদন সই।

ধানের ক্ষেতে বকুল বনে
ব্যাকুল মধুর শিহরণে
গগনে আজ ভরেছে মেঘ ধরায় ধারা লই,
জল ভরেছে মাঠের বুকে
সবাই আজি ভরল সুখে
আজ বিরহী মনের কথা আমি কাহার কাছে কই।

৭ই চৈত্র ১৩৪২

১০৬

আজি—বাদল রাতে উতল পরাণ
হে প্রিয় তুমি এসহে কাছে।
বিরহী আমার মরম আকুল
তোমারি মধুর মিলন যাচে।

পাতিয়া রেখেছি হৃদয় আসন
এস এস সখা করি হে যতন,
কুঞ্জ আলো করি রাখ হে আবরি
আমার দেহ মন তোমারি মাঝে

ঐ যে কেতকী মারে ফুলবান
অশোক বকুলে ঝর ঝর তান
হৃদয় জর জর এস হে কৃপা কর,
হিয়ার মাঝে শোন বেদনা কত বাজে

আজি এ রজনী করিতে সুখে ভোর
জুড়াতে যত জ্বালা প্রাণের আশা মোর,
তোমাতে আমাতে বরষাঘন রাতে
প্রেমের পূজা হোক মিলন মধু সাজে

৮ই চৈত্র ১৩৪২

১০৭

ওগো সুন্দর, ওগো মনোহর, সন্ধ্যায় তুমি এলে,
আমার নয়নে পরাণে পরশি বয়ানে পুলক ঢেলে।
আকাশে বাতাসে বিজনে বিপিনে দেখালে মাধুরী লেখা,
যত হেরি তত মিটে না তিয়াসা হয়নাক শেষ দেখা।

মোহন রূপের বিপুল সোহাগে প্রেমের আবেশে গলি
সুধার ধারায় প্রাণ যেন যায় নাচিয়া ভাসিয়া চলি,
একি এ পুলক সুখপরশন কেমনে কহিব তাহা,
ভাষাহারা আমি প্রকাশিতে প্রাণ, হৃদয়ে পেয়েছি যাহা।

কোটি কোটি আঁখি হত যদি মোর কোটি কোটি বাহু মুখ,
অসীম অনন্ত দিগন্ত জোড়া বিশাল বিপুল বুক,
জনম জনম হিয়াতে জড়ায়ে নয়নে কান্তি হেরি
রাখিতাম সুখে অপার প্রেমেরে অধরে আদরে ঘেরি।

ক্ষুদ্র সীমার বেষ্টনী ভাঙি অসীমের মাঝখানে
কখন আমার মিলিবে পরাণ তোমারি প্রেমের টানে।

১৮ই ভাদ্র ১৩৪৩

১০৮

"দাওহে প্রভু দাওহে" বলি ধূলায় আসন পাতি
হাত বাড়িয়ে তোমার কাছে পেলাম আশীর্ব্বাদী,
মাথায় তুলি নিলাম সুখে বক্ষে পরশ করি,
অধর দিয়ে বরণ করি মর্ম্মে নিলাম বরি।

তোমার সুরের বাঁশীখানি, তোমার প্রীতিগান
আমার মাঝে উঠবে বেজে ব্যাকুল করি প্রাণ,
তারি মধুর সুরলহরে
চিত্ত আমার উঠবে ভ'রে,
এই ভেবে যে বরণ করে নিলাম তব দান।

তোমর বাঁশীর মোহন মায়া ভুলায় প্রাণমন
দিগন্ত সে প্রেমের সুরে জাগছে ক্ষণেক্ষণ,
তোমার বাঁশীর সুরের মাঝে আলোর দীপালিকা,
সকল অঙ্গ উজল হল লেগে পুলকশিখা।

তোমার বাণী, তোমার সুর, তোমার যত কথা,
বাঁশীর মত বাজছে ভেঙে প্রাণের নীরবতা।

২৩শে ভাদ্র ১৩৪৩

১৩৯

কিছুতেই মন বসে না যখন, কিছুই লাগে না ভাল,
সুন্দর বলে এই ধরাতলে কিছুতে না পেলে আলো,
ফিরি আনমনা সহি গঞ্জনা যখন পরাণ চায়
কেবলি বিজনে আপনার মনে লুকাইতে আপনায় ;

সহায় যখন থাকে না তখন সম্পদহারা চিতে
দম্ভ আসিয়া কভুবা হাসিয়া জুড়ে বসে চারিভিতে,
মিছে কাজ আর কপটতা সার সম্বল হয় যবে,
ব্যর্থ বিপথে শতশত মতে বঞ্চনা-কলরবে ;

ভীরু মনে জাগে মিছে অনুরাগে কুটিল কুহেলীপথ,
এই কিছু করে, ছাড়ে ক্ষণপরে, নাহি কোন স্থির মত ;
কি বলিতে কি যে বলা হয় নিজে নাহি বুঝে কণা তার,
কি যে করা কিসে—কি যে হবে পিছে কোন্ কাজ কবেকার।

যখন এমন হইবে জীবন সহায় হারাবে মন,
অন্তরে এসে দাঁড়াইও হেসে করো প্রেমে আলাপন।

১লা আশ্বিন ১৩৪৩

১১৩

কি নাম ধরে ডাকব তোমা কি নাম ছাড়া তুমি
আখরঘেরে বাক্যরূপে শব্দে আছ চুমি।
অন্তরেতে আপনি এসে পরশখানি দিলে,
চিত্তে যখন চেতনাতে নবীন কিছু মিলে ;

সেই নবীনের নবোচ্ছ্বাসে যে ভাব জাগে প্রাণে
সে রসধারা বইতে থাকে মর্ম্মে সকল খানে,
তারই আলোক জ্যোতির সাথে মোহন ভঙ্গীবাঁকা
চিত্ত পটে রূপরসেতে, আপনি হয় যা আঁকা ;

ডাক্‌তে তারে আদর করি কণ্ঠভরি নিতি
সোহাগ ঢালা আবেগ ভরে গাইতে প্রেমে গীতি,
তুমি, বন্ধু, প্রিয়, প্রভু, জীবনস্বামী বলি
আরও কত নাম রচনায় মধুর প্রেমে গলি।

নামের পিছে স্বরূপ তব প্রেমের মোহানায়
রূপের মাঝে ঘটাও মিলন ব্যাকুল কামনায়।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা